ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১

সম্পাদক ঃ
মোহসেন আরা বেগম

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই, ২০২১

প্রকাশনায় ঃ
অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ী-৫৬ (৪ তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৩, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২, ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : www.adibd.org

সূচীপত্র

প্রারম্ভ	২
এডিআই পরিচিতি	৩
সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ	৩
কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা	৪
দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহায়তা	৫
এক নজরে ঋণ কর্মসূচির তথ্য	৬
সঞ্চয় আমানত	৬
জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৮
অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম	৮
বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম	৮
সুফলন ঋণ কার্যক্রম	৮
সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	৮
সদস্য নিরাপত্তা তহবিল	
কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	২২
উন্নয়নে যুব সমাজ	১৩
শিশু-শিক্ষাসহায়তা কেন্দ্র	২১
প্রশিক্ষন	
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	১৪
কৃষি ইউনিট	১১
মৎস্য ইউনিট	১৪
প্রাণিসম্পদ ইউনিট	১৬
কিশোরী উন্নয়ন কার্য	

প্রারম্ভ

এডিআই ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্টা লাভের পর উন্নয়ন কার্যক্রমের ২৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থার কর্মএলাকার আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের সক্ষমতা সৃষ্টি করে জীবনের মান উন্নয়নে সহায়ত্ করা। সংস্থার সাধারন ও নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সর্বস্তরের কর্মী-কর্মকর্তাদের সততা এবং আন্তরিকতা, দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা সংস্থাকে এই লক্ষ্য পূরনে এবং স্বায়িত্বশীল আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে ধীরে ধীরে সক্ষম করে তুলছে।

কোভিড ২০১৯ প্রাদুর্ভাবের কারনে সরকারী ঘোষনার পর ২৪ মার্চ হতে ৩১ মে' ২০২০ইং পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সংস্থার সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিঘাতে একদিকে মাঠ পর্যায়ে ঋণ ও সঞ্চয় অদান-প্রদান করতে না পারা, অন্যদিকে সংস্থাকে আর্থিক সহযোগীতা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তহবিল আদান-প্রদান বন্ধ থাকায় সংস্থার কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। জুন ২০২০ হতে মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জোন ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সংকট মোকাবেলার জন্য মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিং করার মাধ্যমে কোভিড প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন করা হয়। তাছাড়া ত্রান সামগ্রী বিতরন, আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগীতা করা হয়। সংস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম স্বচল রাখার জন্য, কেন্দ্রীয় এবং জোনাল কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে পলিসি মিটিং এর মাধ্যমে বিপর্যয় পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করে ঝুকিবিহীন ঋণ অদান-প্রদানের ফলে সময়ের আবর্তে সংস্থার অনাদায়ী অর্থ ফিরে আসে ধীরে ধীরে। সংস্থা এবং সদস্যদের আর্থ-মানসিক অবস্থা ফিরে আসায় আত্মবিশ্বাসের সাথে কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

মহামারি মোকাবেলায় সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের যেমনি বাড়িয়েছে মানসিক শক্তি তেমনি শিখিয়েছে কৌশল অবলম্বন করে কি ভাবে কঠিন অবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা যায়। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সংস্থার উন্নয়ন গতিধারাকে দৃঢ় করেছে, সংস্থা তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। সমষ্টিগত শক্তি ও মনোবল সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহস্র যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সৃষ্টি কর্তা আমাদের সহায় হোন!

মোহসেন আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক

এডিআই পরিচিতি

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। কয়েকজন সমমনা উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এডিআই-এর মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। সংস্থা সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় বিশ্বাস করে যা কিনা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা।

সংস্থার আইনগত ভিত্তি ঃ

- সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং ঢ-০৩০২০, তারিখ ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং ।

- সংস্থা এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধীকরণ নং এফ.ডি.-৯০২, তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং।

- সংস্থা সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিস এ্যাক্ট ঢঢষ, ১৮৬০ ইং অনুসারে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং এস- ২৬৪২(৫৫)/২০০১,তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর ২০০১ইং।

- সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ লাভ করে যার নং ০০৭১১-০০০২৭-০০০০৩০৩, তারিখ ২০ জুলাই ২০০৮ ইং।

- সংস্থার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ঃ ০০২১৫৫৯৮৯ - ০১০১

- সংস্থার টিন ঃ ৫৪৯৭৭৩৭৮৮৬৫৭

সংস্থা নিম্নোক্ত ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত ঃ

- মাইক্রো ক্রেডিট সামিট,ওয়াশিংটন, ইউএসএ
- ঈউঋ ঃ ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
- ঘঊঅজঝ ঃ নেটওয়ার্াক ফর এডোলিসেন্ট হেল্থ রাইটস এন্ড সার্ভিসেস
- ইঅঈগঅঐ ঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডোলিসেন্ট মেন্টাল হেলথ এন্ডফ্যামেলি
- অঞঈই ঃ এসোসিয়েশন অফ থেরাপিউটিক কাউন্সিলরস, বাংলাদেশ

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ

সাধারণ পরিষদ: সংস্থা পরিচালনায় সুষ্ট ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্টান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানীগুণী ২১ জন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদ থেকে নির্বাচিত ৭ সদস্য নিয়ে সংস্থার বোর্ড /নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

সাধারণ পরিষদ: সংস্থা পরিচালনায় সুষ্ট ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্টান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানীগুণী ২১ জন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদ থেকে নির্বাচিত ৭ সদস্য নিয়ে সংস্থার বোর্ড /নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

চেয়ারম্যান
জনাব সৈয়দ সাদউল্লাহ

সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক
জনাব মোহসেন আরা বেগম

পরিচালক বৃন্দ
জনাব আনিসুল ইসলাম
জনাব নূর আহাম্মেদ
জনাব এম এম আনিছুর রহমান
জনাব হোসনে আরা
জনাব শামীম আরা বেগম

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাঁকে সহযোগিতা করছে মূলত: কেন্দ্রীয় প্রশাসন,কর্মসূচী এবং হিসাব বিভাগ। ৩ টি জোনে ৮টি আঞ্চলিক অফিস, কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে থেকে ৩৪টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ১ জন করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এবং ৪-৬ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার রয়েছে। সংস্থায় মোট ৩১৬ জন স্টাফ রয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ২২ জন, ঋন কর্মসূচীতে ২৪৪ জন (জোনাল ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১০ জন এবং ব্রাঞ্চ পর্যায়ে ২৩৪ জন) সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫০ জন।

স্টাফদের কাজে দক্ষতা ও সংস্থার প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হওয়ার জন্য সংস্থা অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়মিত ভাবে পাক্ষিক ভিত্তিতে “ব্রাঞ্চের কর্মী সভা”, মাসিক ভিত্তিতে “আঞ্চলিক সমন্বয় সভা” এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে “কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার” আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিটি স্তরে কাজের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন, অগ্রগতি ,কাজের গুনগত মান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

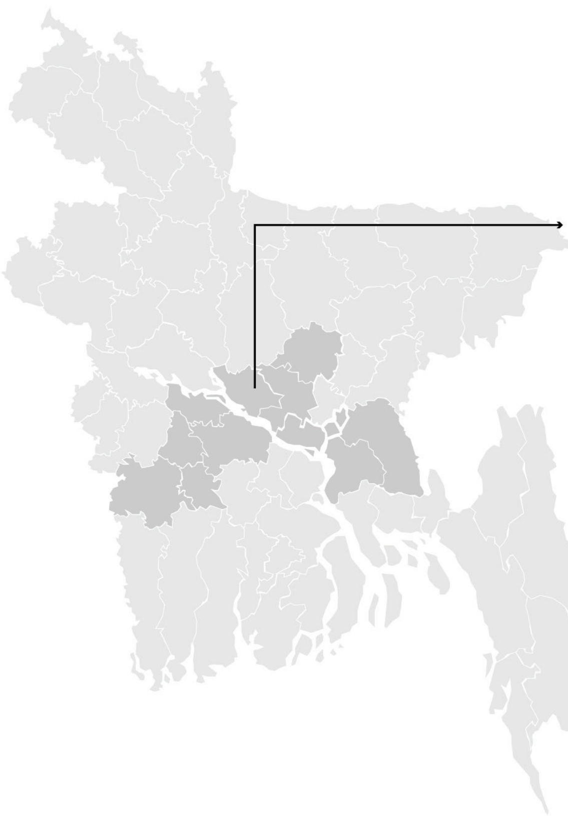

সংস্থার কর্মএলাকা ঃ সংস্থা ১১ টি জেলার ৪০ টি উপজেলার ২১৭ টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার আওতাধীন ১১৯৬ টি গ্রামে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। জেলা ভিত্তিক কর্ম এলাকার তথ্য ম্যাপে তুলে ধরা হল।

১১	৪০	২১৭	১১৯৬
জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম

একনজরে এডিআই

৪৯১৪৭	৪৭.৩৮ কোটি টাকা	৩৭৫৫৭
মোট সদস্য সংখ্যা	মোট সঞ্চয়	মোট ঋণী
৯৭.৫৯ কোটি টাকা	**৩৪**	**৩১৬**
মোট ঋণ স্থিতি	ব্রাঞ্চ	মোট ষ্টাফ

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

সংস্থা ৮টি জেলার ৩৩ টি উপজেলার ২০৯টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার আওতাধীন ১১৪৫ টি গ্রামে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। জেলা ভিত্তিক কর্ম এলাকার তথ্য ম্যাপে তুলে ধরা হল।

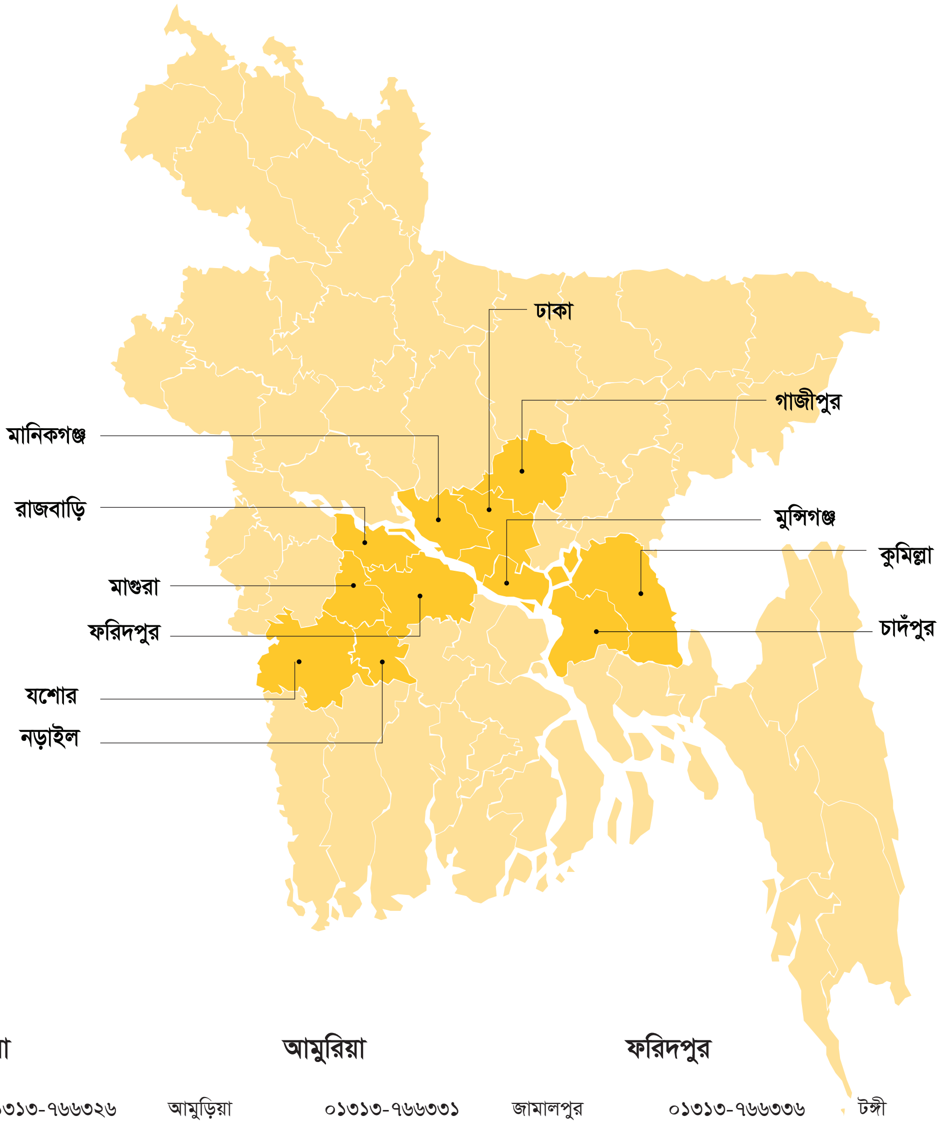

মাগুরা

মাগুরা সদর-০১	০১৩১৩-৭৬৬৩২৬
আলোকদিয়া	০১৩১৩-৭৬৬৩২৭
কামারখালী	০১৩১৩-৭৬৬৩২৮
রাধানগর	০১৩১৩-৭৬৬৩২৯
আড়পাড়া	০১৩১৩-৭৬৬৩৩২
মাগুরা সদর-০২	০১৩১৩-৭৬৬৩৩০

আমুরিয়া

আমুড়িয়া	০১৩১৩-৭৬৬৩৩১
গংগারামপুর	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৩
রাজাপুর	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৪
নড়াইল	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৫
হবখালী	০১৩২১-১৩৪৯৪০
নারীকেল বাড়ীয়া	০১৩২১-১৩৪৯৪২

ফরিদপুর

জামালপুর	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৬
বালিয়াকান্দি	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৭
কানাইপুর	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৮
সাতৈর	০১৩১৩-৭৬৬৩৩৯
কাদিরদি	০১৩১৩-৭৬৬৩৪০

ঢাকা উত্তর

টঙ্গী	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৩
উত্তরা	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৪
আশুলিয়া	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৫
মীরের বাজার	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৬
কোনাবাড়ী	০১৩২১-১৩৪৯৪১

চান্দিনা

মহিচাইল-১	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৭
ধামতী	০১৩১৩-৭৬৬৩৪১
চান্দিনা	০১৩১৩-৭৬৬৩৪২
মহিচাইল-২	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৯

কুমিল্লা

দেবিদ্বার	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৩
নিমসার	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৪
কংশনগর	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৫
ভরাসার বাজার	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৬
সিদ্ধিরশরী	০১৩২১-১৩৪৯৩৯

চাঁদপুর

নবাবপুর	০১৩১৩-৭৬৬৩৪৮
মালিগাঁও	০১৩১৩-৭৬৬৩৫০
সাচার	০১৩১৩-৭৬৬৩৫১
কচুয়া	০১৩১৩-৭৬৬৩৫২
বাতাকান্দি	০১৩২১-১৩৪৯৪৩

ঢাকা দক্ষিণ

লালবাগ	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৭
আটি বাজার	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৮
কলাতিয়া	০১৩১৩-৭৬৬৩৫৯
হেমায়েতপুর	০১৩২১-১৩৪৯৩৭
আব্দুল্লাহপুর	০১৩২১-১৩৪৯৩৮

দারিদ্র বিমোচনে ঋণ সহায়তা

এডিআই এর মূল কার্যক্রম হলো ঋণ সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতা কমিয়ে জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে এডিআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, মিডল্যান্ড, সাউথইস্ট ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি

জাগরণ (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী)

ভূমিহীন, শ্রমজীবি পরিবার, ক্ষুদ্র পেশাজীবি পরিবার, প্রান্তিক চাষী, স্বামী পরিত্যক্তা এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

অগ্রসর (এন্টারপ্রাইজ)

ঋণ গ্রহীতা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের ব্যবসা সম্প্রসারন বা উদ্যোগ গ্রহন করছে তাদের ব্যবসার পুজি সরবরাহের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে এবং ১-২ বৎসর মেয়াদী ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সুফলন (মৌসুমী)

মৌসুম ভিত্তিক কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

কেজিএফ সুফলন (মৌসুমী)

কর্মসূচীর আওতায় সদস্য'দের কৃষি পন্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র)

অতি দরিদ্র, ভিক্ষুক, ভূমিহীন, বৃদ্ধ কিন্তু কর্মক্ষম, দৈহিক ভাবে প্রতিবন্ধী, অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক, দাসত্ব শ্রম, গৃহভৃত্য, যার আর কোন আয়ের উৎস নেই তাদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১০% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমুলক (আইজিএ)

প্রকল্পের আওতাধীন সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ডে সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (এলআইএল)

সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ভিত্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি (এসিএল)

সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য মাসিক কিস্তিতে ৮% সার্ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন (এলআরএল)

কোভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্টির কর্মকান্ড পুনরূদ্ধার এর জন্য বিশেষ ঋণ হিসাবে ৯.৫% সার্ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)

কোভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরূদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ হিসাবে ৯.৫% সার্ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

এক নজরে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য

কম্পোনেন্ট	মোট সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় (কোটি টাকা)	ঋণী সংখ্যা	ঋণ স্থিতি
জাগরন	(কোটি টাকা)	৩৩.৩১	২৯৯৫৮	৫৯.১৩
অগ্রসর	৫৪৯৮	১১.৫৯	৪৬৬৫	৩০.৭৭
বুনিয়াদ	১৮৩৩	১.২৬	১৩৩১	১.৩৪
সুফলন	০	০	১৪০৬	২.৫৪
কেজিএফ সুফলন	০	০	৩৭৭	.৭০
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	১০০৫	.৭৩	৭৬৪	১.৫৩
সমৃদ্ধি (এলআইএল)	০	০	৮০	.০৮
সমৃদ্ধি (এসিএল)	০	০	১২০	.১০
এলআরএল	৩৬৫	.৪৭	৭৯২	১.২৫
এমডিপি	৩	.০২	৩	.১৫
মোট	**৪৯১৪৭**	**৪৭.৩৮**	**৩৭৫৫৭**	**৯৭.৫৯**

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম এর সার্বিক অবস্থা

বিবরণ	জুন' ২০১৯	জুন' ২০২০	জুন' ২০২১
ঋণ বিতরণ (কোটি)	১৭১.২৯	১৪৭.২৮	১৩৬.৩৫
ঋণ স্থিতি (কোটি)	৯০.৭৭	৯৬.৪৮	৯৭.৫৯
ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি	২৬.২৪	৬.২৯	১.১০
গড় ঋণস্থিতি (শাখা)	২.৬৭	২.৮৪	২.৮৭
গড় ঋণস্থিতি	২৪৮২৯	৩০০২৯	২৫৯৮৩
চলতি ঋণ আদায়(%)	৯৯.৩৪ %	৯৭.৮১ %	৯২.১৯ %
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (%)	৯৯.৭৩ %	৯৯.৩৯ %	৯৮.৪১ %

চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯২.১৯ % এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়হার ৯৮.৪১% । নোট ঃ কোভিড-১৯ এর কারণে চলতি ও ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের আদায় হার হ্রাস পেয়েছে ।

সঞ্চয় আমানত

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	সাধারণ/বাধ্যতা মূলক সঞ্চয় (কোটি)	মাসিক আমানত (কোটি)	স্থায়ী এবং মাসিক মু-নাফা ভিত্তিক আমানত (কোটি)	মোটসঞ্চয় (কোটি)
০১	জাগরণ	২২.৭২	১০.০০	০.৫৮	৩৩.৩১
০২	অগ্রসর	৯.১২	২.৩৯	০.০৯	১১.৫৯
০৩	বুনিয়াদ	০.৭৪	০.৫১	০.০১৫	১.২৬
০৪	সমৃদ্ধি	০.৫৬	০.১৭	০.০০৫	০.৭৩
০৫	এলআরএল	০.২৪	০.২২	০.০১	০.৪৭
০৬	এমডিপি	০.০১	০.০১	০	০.০২
মোট		**৩৩.৩৮**	**১৩.১৩**	**০.৭**	**৪৭.৩৮**

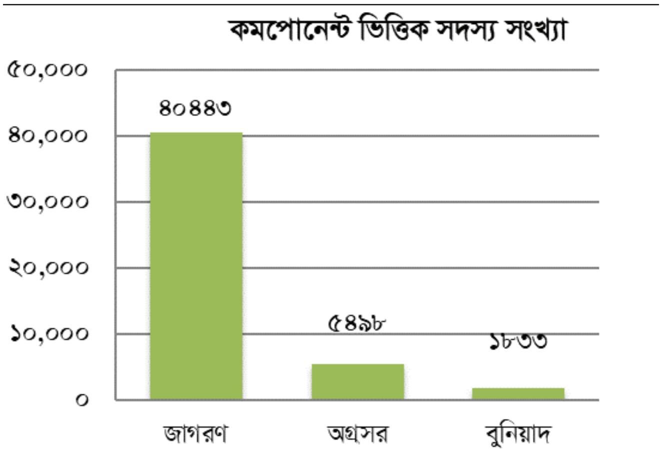
কমপোনেন্ট ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা
৫০,০০০
৪০,০০০
৩০,০০০
২০,০০০
১০,০০০
০
৪০৪৪৩
৫৪৯৮
১৮৩৩
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ

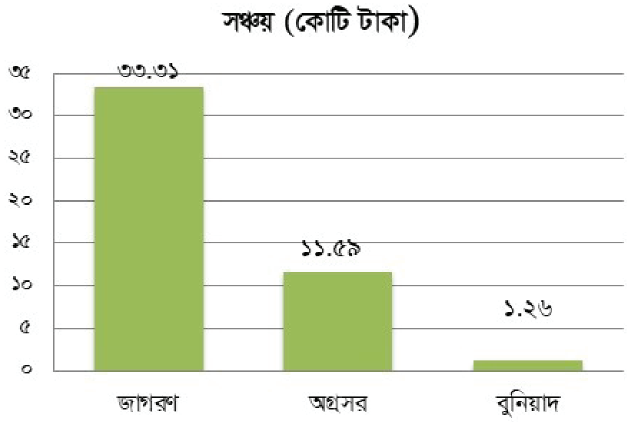
সঞ্চয় (কোটি টাকা)
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
৩৩.৩১
১১.৫৯
১.২৬
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ

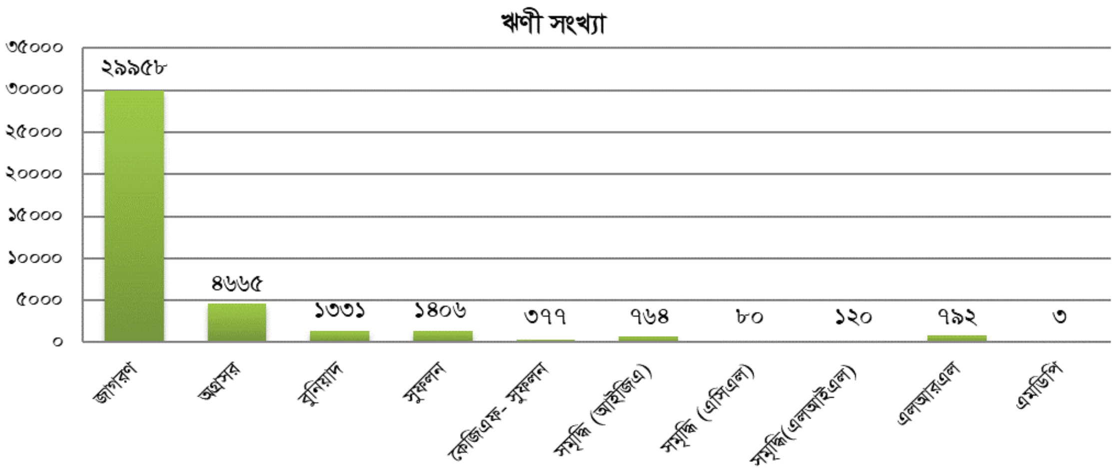
ঋণী সংখ্যা
৩৫০০০
৩০০০০
২৫০০০
২০০০০
১৫০০০
১০০০০
৫০০০
০
২৯৯৫৮
৪৬৬৫
১৩৩১
১৪০৬
৩৭৭
৭৬৪
৮০
১২০
৭৯২
৩
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সুফলন
কেজিএফ- সুফলন
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
সমৃদ্ধি (এসিএল)
সমৃদ্ধি(এলআইএল)
এলআরএল
এমডিপি

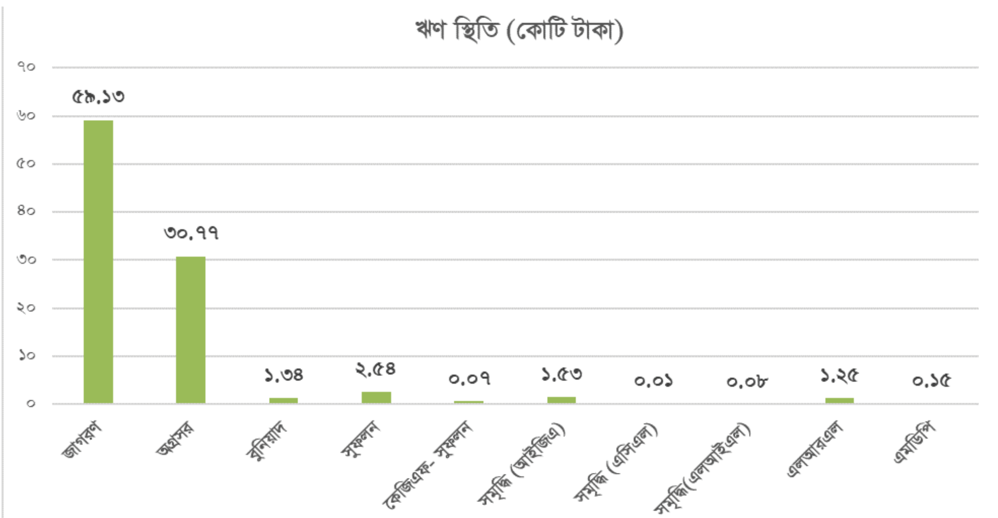
ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৫৯.১৩
৩০.৭৭
১.৩৪
২.৫৪
০.০৭
১.৫৩
০.০১
০.০৮
১.২৫
০.১৫
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সুফলন
কেজিএফ- সুফলন
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
সমৃদ্ধি (এসিএল)
সমৃদ্ধি(এলআইএল)
এলআরএল
এমডিপি

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে আত্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সদস্যদের হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, সেলাই মেশিন ক্রয়, শাক-সব্জিচাষ, কুটিরশিল্প , রিকশা-ভ্যান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাবসা খাতে ৫ -৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪০,৪৪৩ জন সদস্যর মাঝে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থবছর শেষে ২৯,৯৫৮ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ৫৯.১৩ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ৩,৫০,৯১৮ জনকে ৬৬৭ .৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সদস্য ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে "অগ্রসর" ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উদ্যোক্তাদের ১ লক্ষ - ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তারা বেকারী, ওয়ার্কশপ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, টেইলারিং, মিনিগার্মেন্টস, স্টেশনারী দোকান, খাবার হোটেল, কাঠেরব্যবসা,মাটিরকাজ, পোল্ট্রি, গো-খামার, মৎস্য চাষ,খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-করণ, ক্লিনিক ইত্যাদি ব্যবসায় ঋণ গ্রহন করছে। অর্থবছর শেষে ৪,৬৬৫ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ৩০.৭৭ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। কার্যক্রম শুরু হতে এই পর্যন্ত মোট ২৪,৭৭৯ জন ঋণীকে ২৪,৫০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের ১০০০-৩০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বর্গা জমিতে কৃষি কাজ ,অন্যের পুকুরে মাছচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাঁচামাল, দোকানপ্রভৃতি), হস্তশিল্পের কাজ (বাঁশ, বেঁত প্রভৃতি), খাদ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ (মুড়ি, চিড়া তৈরী প্রভৃতি), রিকশা-ভ্যান ক্রয়, ছাগ-লপালন, হাঁস-মুরগীপালন খাতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর শেষে ১,৩৩১ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ১.৩৪ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ২৩,৭০৯ জনকে এই কর্মসূচীর আওতায় ২৬.৫৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সুফলন ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের মৌসুম ভিত্তিক যেমন কোরবানির ঈদের সময় গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগলপালন, পোলট্রি ফার্ম, ধান, আলু, শাকসবজি, পাট, মরিচ, ভুট্টা ও মাছ চষের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য সুফলন ঋণ ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋন প্রদান করা হয়। মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক সদস্যদের এই অর্থ বছরে ৬.৭৬ কোটি টাকা এবং এপর্যন্ত ৯০,৬৫৫ জনকে ১৭২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কেজিএফ সুফলন ঋণ কার্যক্রম

কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর প্রোমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ ফান্ডের আওতায় কৃষির অগ্রগতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদস্য'দের খাদ্য উৎপাদন, কৃষি পন্য ও উপজাত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজার জাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের ফলে মৌসুমী ঋণের টাকা ব্যবহার করে আগের তুলনায় বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই অর্থ বছরে ২.০২ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ১১,৩২৫ জনকে ১৮.৭৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি আয় বৃদ্ধিমুলক ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঋণ গ্রহী-তাদের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কৃষি ভিত্তিক উদ্যোগ এবং সেবা খাতে সাপ্তাহিক এবং মাসিক কিস্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। সদস্যদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং দক্ষতা যাচাই করে ১০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর শেষে ৭৬৪ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ১.৫৩ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ৩১৬৪ জনকে ৯.৯৫ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি মুলক খাতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণ ব্যবহার করে যারা কিছুটা সচ্ছল জীবনযাপন করছে তাদের মধ্যে যে সকল সদস্য জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জমি বন্ধক টিভি মেরামত,ঘর মেরামত, সাইকেল ক্রয়, আসবাব মেরামত, টিউবওয়েল মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য এক বৎসর মেয়াদী মাসিক ও ষানমাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ০.২৬ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ১২১৮ জনকে ১.২০ কোটি টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন: ঘর তৈরী, অটো ও ইজিবাইক ক্রয়, জমি ক্রয়, রিক্সা ক্রয়, ভ্যান ক্রয়, সাইকেল ক্রয় ও গাভী ক্রয় এবং ফলজ বাগান তৈরী ইত্যাদি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়। সদস্যরা আয়বৃদ্ধিমুলক ঋনের পাশাপাশি সহযোগী ঋণ হিসাবে এই ঋণ প্রদান করা হয়। এক বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ০.০৭ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ৭৯৮ জনকে ১.৮৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন ঋণ কার্যক্রম

কোভিড ১৯ এর মহামারির কারণে সংস্থার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র দলীয় সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ৫- ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এই ঋন জাগরণ অগ্রসর এবং বুনিয়াদ সদস্যদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং ক্ষতিগ্রস্থ যুবক ও বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক দেরকে সহযোগী এবং একক ঋণ হিসাবে ধান এবং সবজি চাষে,গাভী ক্রয়, ছাগল ক্রয় এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋন প্রদান করা হচ্ছে। অর্থবছরে ৭৯২ জন সদস্যকে মোট ১.২৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

কোভিড ১৯ এর মহামারির কারণে সংস্থার দলীয় সদস্য যাদের ব্যবসা ও কর্মসংস্থান মুলক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরূদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে মুদি ব্যবসা, হার্ডওয়ার এবং গাভী ক্রয়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ১-১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। অর্থবছরে ৩ জন সদস্যকে মোট.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সদস্য নিরাপত্তা তহবিল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত এবং ঋনের অর্থের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সংস্থা ২০০৮ সন হতে "সদস্য নিরাপত্তা তহবিল" বাস্তবায়ন করছে। সদস্যরা ঋনের ১% টাকা নিরাপত্তা তহবিলে জমা করে। সদস্য/স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে ঋণস্থিতি মওকুফ করা হয় এবং জমাকৃত সঞ্চয় নমিনিকে ফেরত দেয়া হয়। এই অর্থবছরে ২৭৬ জনকে ৮৬.৬২ লক্ষ টাকা এবং এই পর্যন্ত ২০৩২ জনকে ৪.৪৯ কোটি টাকা সদস্য নিরাপত্তা তহবিল হতে ঋণ মওকুপ করা হয়েছে।

“ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে কুলসুমের দিনকাল”

কুলসুম বেগম ১৯৯৯ সালে আমুরিয়া শাখার জগদল বাজারপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য, অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা জন্য সংস্থা থেকে ২,০০০-টাকা ঋণ নিয়ে জমি মৌরসী রাখে। এই ভাবে কুলসুম সংস্থা থেকে ১৬ দফা ঋণ গ্রহন করে নিজের একটু বাড়ি, গরু, জমি মৌরসী, সুন্দর ১টি ঘর দেয়। সর্বশেষ মার্চ ২০২০ইং তারিখে ৫৮,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে জমি মৌরসী রাখে। স্বামী নিজের জমিতে কাজ করার পাশে দিনমজুর হিসাবে কাজ করত। ঋণ গ্রহনের ৮টি কিস্তি প্রদান করার পর হঠাৎ তার স্বামী ষ্টোক করে ভীষন অসুস্থ্য হয়ে প্যারালাইজড হয়ে যায়। দু:খজনক যে, ঐ বছর চিকিৎসাধীন অবস্থায় অক্টোবর ২০২০ মাসে স্বামী শহিদুল মৃত্যুবরণ করে। একদিকে স্বামীর মৃত্যুর বেদনা অন্যদিকে ঋনের বোঝা সে যেন দিশেহারা। অবশেষে ৫০,২১৬-টাকা ঋণ মওকুফ-ফর জন্য সংস্থার নিকট আবেদন করে। আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় ঋণের ৫০,২১৬-টাকা মওকুফ এবং সাথে জমানো সঞ্চয়ের ২৫,০০০ টাকা ফেরত পেয়ে খুব খুশী। উক্ত টাকা দিয়ে বাড়িতে সে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন করে। কুলসুম বেগমের সাংসারিক আয় এবং ছেলে রাজমিস্ত্রীর জোগালি কাজ করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়।

“

এডিআই আমাকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি দিয়েছে, আমি সংস্থার মানবতার ঋন জীবনে শোধ করতে পারব না”

কৃষি, মৎস ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট কর্মসূচী

কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগনের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, কৃষিজ ফলন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডিআই ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় কৃষি, মৎস এবং প্রাণিসম্পদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মএলাকা : ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সংস্থার কুমিল্লা জোনের আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার চান্দিনা, মহিচাইল ও নবাবপুর এবং ধামতি শাখায় পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি মাগুরা জোনের মাগুরা সদর উপজেলার মাগুরা সদর ১ ও ২ শাখা এবং আমুরিয়া ও আড়পাড়া শাখায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ঃ প্রদর্শনী বাস্তবায়নে চাষীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে কৃষি ইউনিটের আওতায় ৫০ জনকে এবং এ পর্যন্ত ১,০৫০ জনকে, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, মানসম্মত ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কম্পোষ্ট সার উৎপাদন এবং ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন বিষয়ে মৎস ইউনিটের আওতায় ৭৫ জনকে এবং এ পর্যন্ত ৫৭৫ জনকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ৭৫ জনকে এবং এ পর্যন্ত ৫০০ জনকে গাভীপালন, বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন, মাচায় ব্রয়লার/ লেয়ার এবং হাঁসপালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি ইউনিট

চাষীদের আধুনিক ও নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল ও পরিবেশ উপযোগী জাত সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বছরে ৭৯টি এবং এ পর্যন্ত ৬৯২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি অর্থবছরে অনুসরনীয় চাষী কর্তৃক ১০৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এবং চলমান রয়েছে।

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদনঃ ট্রাইকো কম্পোস্ট সার অনুর্বর মাটিকে উর্বর, মাটির পুষ্টি উপাদান সংরক্ষন, রোগবালাই হ্রাস, মাটির অম্লতা, লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ সর্বোপরি রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে ট্রাইকোডার্মা নামক ছত্রাক নাশক সাসপেনশন ব্যবহার করে সার তৈর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। এই সার ফসলের পচন রোগ প্রতিরোধ করে। এই অর্থবছরে ১৫ টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৮৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন করে চাষীরা ১০৫ টন কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেছে। চাষীরা ট্রাইকোকম্পোস্ট সার কলা, পেঁপে, লেবু , মরিচ, পেয়ারা বাগান এবং ধান চাষে ব্যবহার করছে। সংস্থা হতে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতা ছাড়াও দুই চেম্বার বিশিষ্ট পাকা চেম্বার তৈরীর যাবতীয় খরচ, বাঁশের খুটি, তেরপাল সহ চালা তৈরী চাষীদের প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ধানের জাত প্রচলনঃ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত আধুনিক টেকসই ও জলবায়ু উপযোগী উচ্চমুল্য, প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল, উচ্চ ফলন শীল নতুন ধানের জাতের প্রচলন ও উদ্ভাবন প্রযুক্তিটি ৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত যেমন- ব্রি ধান -৮৪,৫৮ এর বীজ দেয়া হয়। উচ্চ ফলনশীল জাত স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশী ফলন ও বাজার মূল্য বেশী, রোগ প্রতিরোধী,জীবনকাল কম ফলে আগাম বাজারজাত করে বেশি লাভবান হচ্ছে বিধায় এলাকার চাষীদের মধ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ৫ টি প্রর্দশনী মোট ৫ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হয়। চাষীদের মানসম্পন্ন বীজ, শ্রমিক খরচ, রাসায়ানিক সার, সেচ খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক সংস্থা হতে প্রদান করা হয়েছে। এলাকার চাষীরা এই প্রযুক্তি গ্রহনে অনেক চাষী আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত প্রচলনঃ
আধুনিক টেকসই ও প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত প্রচলন প্রযুক্তি বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে ফসলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি নির্বাচিত চাষীদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়।এই অর্থ বছরে মোট ২০টি প্রদর্শনীতে স্কোয়াশ, গাজর, ব্রোকলী, বিটি বেগুন, বিনা, সরিষা, বারি মটরশুটি-৩, ইত্যাদি ফসল চাষ করছে। সংস্থা হতে বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ ও নিড়ানী খরচ, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড চাষীদের প্রদান করা হয়। প্রচলিত ফসলের পরিবর্তে নূতন ফসলের চাষে চাষীরা যেমনি লাভবান ও আনন্দিত হয়েছে তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। ২৮ জন অনুসরনীয় চাষী উক্ত প্রযুক্তি গ্রহন করেছে। প্রযুক্তির ফলে ৫৫ টন সবজি অতিরিক্তি উৎপাদন করে, ২.৮ লক্ষ টাকা চাষীরা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব ক্লাস্টারঃ নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব-ক্লাস্টার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রযুক্তিটি চাষীদের বিষমূক্ত সবজি উৎপাদনে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে চাষাবাদ, মানসম্পন্ন বীজ, উচ্চ ফলনশীল ও বালাই সহনশীল জাত নির্বাচন, বালাই নাশক ও রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার, ফেরোমন ট্রাপ, হলুদ ফাঁদ ব্যবহার নিশ্চিত করে ৯ একর জমিতে রবি মৌসুমে ফুলকপি,বেগুন, টমেটো, করলা, শশা, ক্ষিরা, মিষ্টিকুমড়া, কুমড়া এবং খরিপ শাক সবজির ২০টি প্রদর্শনী প্লট তৈরী করা হয়। চাষীদের মানসম্পন্ন বীজ, ফেরোমন ফাঁদ, লিউর, হলুদ ফাদ, ফাঁদ লাগানো খরচ, জৈব সার, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড তাছাড়া সহায়ক উপকরণ হিসাবে ১৭ জনকে ৫০০ ফেরোমন লিউর প্রদান করা হয়। বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষের জন্য এলাকার ৩০ জন চাষীদের মাঝে মোট ৭.৫ কেজি সবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টিঃ উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনের জন্য বাগান তৈরী,উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফলের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অর্থ বছরে ১২০ শতাংশ জমিতে উন্নত জাতের বরই চাষে (বল সুন্দরি, থাই এবং কাশ্মেরী জাত) ০২টি প্রদশনী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী থেকে ১ লক্ষ টাকা বাড়তি আয় করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থা হতে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা ছাড়াও মানসম্পন্ন চারা, জমি চাষ, পিট তৈরী ও চারা রোপন, শ্রমিক খরচ, খুঁঠির জন্য বাঁশ, রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, সেচ খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়।

পরিবারের পুষ্টি নিরাপত্তায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদনঃ বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশেপাশের পরিত্যাক্ত জায়গায় সারা বছর পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করে চাষীরা তাদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট সবজি বাজারে বিক্রী করে পরিবারের বাড়তি আয় সৃষ্টি করতে পারে এই উদ্দেশে এই অর্থবছরে ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। অনুসরনীয় চাষী সহ মোট ২৫৬ জন চাষীদের বসত বাড়িতে ৩৩৭ শতাংশ জায়গায় প্রযুক্তিটি চলমান রেখেছে। ফরিদপুর মডেল অনুসরন করে বেড পদ্ধতিতে লালশাক, পালং শাক, মুলা, বেগুন, ফুলকপি, গাজর, টমেটো চাষ করা হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় দ্রুত ফলনশীল ফলের (পেঁপে, লেবু, জামরুল, আমলকি, আমড়া, বাতাবী লেবু ইত্যাদি) চারা রোপন করা হচ্ছে। সংস্থা হতে মৌসুম ভিত্তিক সবজি বীজ ও ফলের চারা, দ্বিস্তর বিশিষ্ট মাঁচা তৈরীর জন্য বাঁশ এবং নেট প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার প্রতিবেশী চাষীরা তাদের নিজ উদ্যাগে বসত বাড়ীতে শাক সবজি চাষ এবং ফলের বাগান করা শুরু করেছে এতে পরিবারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে সংসারের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হচ্ছে।

গ্রীষ্মকালীন বেবী তরমুজ উৎপাদন প্রদর্শণীঃ বেবী তরমুজ একটি অ-মৌসুমী লাভজনক উচ্চ মূল্যের ফসল। চাষীরা সারা বছর উৎপাদন করে বাড়তি আয় করতে পারে। সাধারণ তরমুজের চেয়ে এ তরমুজ মিষ্টি ও স্বাদ বেশি তাছাড়া রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমন কম হয়। প্রযুক্তিটি এই অর্থবছরে ৪০ শতাংশ জমিতে ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। চাষের শুরুতে এক বিঘা জমিতে খরচ হয়েছে ৪০-৪৫ হাজার টাকা যা কিনা গড়ে বিঘা প্রতি ৭০ দিনে লাভ হয়েছে ১.০২ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বাঁশের মাচা ও মালচিং পেপার নতুন করে দেওয়া লাগেনা বিধায় খরচ কমে আসে। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও চাষীদের বীজ, মালচিং পেপার, রাসায়নিক সার, বাঁশ, বালাই নাশক, নেটের ব্যাগ, মাচার জন্য নেট, ফ্রুট ব্যাগ, শ্রমিক খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার চাষীদের মধ্যে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে ও শিখতে আগ্রহী হচ্ছে।

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসলধারা Cropping Pattern (প্রচলন) জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে বহুমুখী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়। এই অর্থ বছরে ৫ জন চাষী নির্দিষ্ট জমিতে বিগত বছরের ৩ ফসল ধারা পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে ৪ ফসল ধারা ৫ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার জন্য সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করে। মসুর- লালশাক- পাট-আমন ধান ক্রপিং প্যাটার্নটি ৪ জন চাষী ৪ বিঘা জমিতে এবং পালং শাক-পালংশাক-পাট-আমন ধান ক্রপিং প্যাটানটি ১ জন চাষী ৩০ শতক জমিতে বাস্তবায়ন করে। বাস্তবায়িত প্রযুক্তিটি দেখে এলাকার প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে নিজেদের জমিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। চাষীদের ভাল জাতের আগাম বীজ,জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ ও নিড়ানী বাবদ খরচ, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়।

বাস্তবায়িত প্রযুক্তিটির বিগত এবং বর্তমান ফসলের ধারা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হল:

বিগত সময়ে ফসলের ধারা	বর্তমানে ফসলের ধারা
মসুরি,পাট,ধান	মসুরি(সাদা বোল্ডার),লালশাক (আলতাপেটি) পাট(জে আর-৮২৪),ধান (গোল্ডেন-১)
মসুরি,পাট,ধান	মসুরি(সাদা বোল্ডার),লালশাক (আলতাপেটি) পাট(জে আর -৮২৪),ধান (গোল্ডেন-১)
সরিষা,পাট,ধান	মসুরি(কালোবোল্ডার),লালশাক (আলতাপেটি) পাট(জে আর -৮২৪),ধান (গোল্ডেন-১)
সরিষা,পাট,ধান	সরিষা,পালংশাক (বোম্বাই-১২) পাট (জে আর -৮২৪),ধান (গোল্ডেন-১)।

মাঠ দিবস উদযাপনঃ মাঠ পর্যায়ে চাষী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির সফলতা ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এলাকার অনান্য চাষীদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কর্মএলাকার ধাওয়াসীমা গ্রামে একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে টমেটো, ক্ষীরা, লাউ এর পুষ্টিগুন ও বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে চাষাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে এলাকার মোট ৭১ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৮ জন এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাছাড়া নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির উপর বাহারবাগ এলাকায় উচ্চমূল্য ও উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসল জাত প্রচলন (স্কোয়াস) প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। মাঠদিবসে ৮৬ জন চাষী উপস্থিত ছিল। মাঠ দিবসে অংশগ্রহনকারীর মধ্যে ৪ জন চাষী এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রঃ সংস্থা কর্ম এলাকায় “কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র” স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজ প্রযুক্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কৃষকদের আলোচনা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অর্থবছরে আড়পাড়া উপজেলার আসবা,ধাওয়াসীমা গ্রামে এবং মাগুরা সদর উপজেলার বারাশিয়া এবং আমুরিয়া চকপাড়া গ্রামে মোট ৪টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি পরামর্শ সভায় ৭০ থেকে ৭৫ জন চাষী উপস্থিত ছিল। সংস্থা এপর্যন্ত মোট ৫৬টি সভার মাধ্যমে ২,৬৫২ জন চাষীকে পরামর্শ প্রদান করেছে। পরামর্শ সভায় উপজেলা কৃষি, মৎস্য, প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা ও সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তাগন উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করে। এক কথায় চাষীরা দৌড় গোড়ায় পরামর্শ পেয়ে থাকে।

মৎস্য ইউনিটড

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও চাষীদের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরুপ হচেছ না। এলাকার ডোবা/ পরিত্যাক্ত পুকুর মাছচাষের আওতায় আনার জন্য চাষীদের মাছ চাষে জ্ঞান,দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

প্রযুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ঃ

প্রযুক্তির নাম	চলতি অর্থবছরে প্রদর্শনীর বাস্তবায়ণ	আয়তন (শতাংশ)	মাছের উৎপাদন (কেজি)	সবজির উৎপাদন (কেজি)
কার্প- মলা- তেলাপিয়া মিশ্রচাষ	১০	২১২	৬০৭৮	২৪০
কার্প - গলদা চিংড়ী মিশ্রচাষ	৫	১০৪	২১৬০	৪৬৭
দেশী শিং -মাগুর- পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্রচাষ	১০	২২৮	৫১৭২	২৬৬
কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজা করণ	২০	৭১০	১৮২৫০	৭৩৪
উচ্চ মূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ	৫	১১০	৯৬০	১৯৮
নার্সারীপুকুর/মাছের পোনাচাষে উদ্যোক্তা তৈরি	১৫	৩২৫	৭৬৬০	০
অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষ	২	১	২৫	
ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ	৪	১	১৬০	০
বিলুপ্তপ্রায় দেশী জাতের মাছ চাষ	৫	৯৬	৬৬০	১২০
মোট	**৭৬**	**১৭৮৭**	**৪১১২৫**	**২০২৫**

পুকুরে কার্প-মলা- তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ঃ অত্যন্ত সুস্বাদু এই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য এলাকার ১০ জন চাষী নির্বাচন করা হয়। এই চাষীরা প্রযুক্তিটি মোট ২১২ শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করে মোট ৬,০৭৮ কেজি মাছ উৎপাদন করে, এর মধ্যে ২০৫ কেজি মলা মাছ। তাছাড়া পুকুর পাড়ে ২৪০ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীদের লাভ হয়েছে ২.৫৩ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ১৭ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় পুকুরে মিশ্রচাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের মাঝে ২২,৫০০ পিচ তেলাপিয়া ও ৫ কেজি মলা মাছের পোনা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, এছাড়া পুকুর পাড়ে সবজি চাষে পেঁপের চারা ও ৭-জাতের সবজির বীজ এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

কার্প-গলদাচিংড়ি মিশ্রচাষ ঃ প্রযুক্তির আওতায় ৫ জন চাষী ১০৪ শতাংশ পুকুরে কার্প ২১৬০ কেজি এবং গলদা ১৪৮ কেজি উৎপাদন করে। তাছাড়া পুকুর পাড়ে ৪৬৭ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। এ পর্যন্ত ১৬ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ২ হাজার পিচ গলদা চিংড়ির পোণা, ঝাঁকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

দেশী শিং -মাগুর- পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্রচাষ ঃ এই প্রযুক্তিটি ১০ জন চাষী ২২৮ শতাংশ পুকুরে ৪,৩৭২ কেজি এবং দেশী শিং-মাগুর-ট্যাংরা ৮০০ কেজি মাছ এবং পাড়ে ২৬৬ কেজি শাকসবজি উৎপাদন করে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ১৬ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ২০ হাজার পিচ শিং মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজা করণ ঃ এই প্রযুক্তিটি ২০ জন চাষী ৭১০ শতাংশ পুকুরে কার্প ১৮,২৫০ কেজি এবং পাড়ে ৭৩৪ কেজি শাকসবজি উৎপাদন করে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ১২ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তিতে চাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চ মূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ ঃ যে সকল মাছ অন্য মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে তাকে রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন চিতল, শোল, বোয়াল, টাকি, গজার ইত্যাদি। এ সকল মাছ গুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রযুক্তিটি ৫ জন চাষী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। চাষীরা মোট ১১০ শতাংশ জলাশয়ে প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে ৯৬০ কেজি চিতল, শোল, বোয়াল, টাকি, গজার মাছ এবং ১৯৮ কেজি শাক- সবজি উৎপাদন করেছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ৩২০ পিচ চিতল ও ৬০ পিচ বোয়াল মাছের মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

নার্সারী পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের পোণা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। মানসম্মত পোনা উৎপাদন এবং তা বিক্রি করে চাষী যেন লাভবান হতে পারে এই উদ্দেশে এই অর্থবছরে ১০ জন চাষীর মধ্যমে ৩২৫ শতাংশ পুকুরে নার্সারীপুকুর/মাছের পোনা তৈরী প্রযুক্তিটি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এতে চাষীরা ৭,৬৬০ কেজি পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য প্রতি চাষীকে ১৫ কেজি রেণু পোণা, একটি ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষঃ বাহারি মাছ মানুষের শখের চাহিদা মিটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আয়ের পথ হিসেবে। এদের বন্ধুত্বসুলভ মায়াবী আচরণ ও আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন রঙ এর জন্য এদেরকে “জীবন্ত রত্নও (ঙৎ-হধসবহঃধষ ঋরংয) বলা হয়। এই অর্থ বছরে ২ জন চাষীর মাধ্যমে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করে ২৫ কেজি বাহারি মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রযু-ক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার আরো ২ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়েছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের নেট, পলিথিন, চুন, খাবার, বাহারি মাছের পোনা, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ঃ ট্যাংকে উচ্চ মূল্যের মাছ চাষ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ৪ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে মোট ১৬০ কেজি মাছ এর মধ্যে শিং ৫৮ কেজি-এবং কৈ ১০২ কেজি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে । প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার ৬ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয়েছে। প্রযুক্তি বাস্তবায়নে জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা হয়

কারন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ যেমন পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর ও কৈ মাছ চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছ দ্রুত বাড়ে, মাছের গুণগত মান হয় উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং মাছের মৃত্যুহার কম। প্রদর্শনী বাস্তবায়নে জন্য চাষীদের ট্যাংক তৈরীর উপকরণ,মাছের পোনা ও খাবার এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় দেশী জাতের মাছ চাষ ঃ কৃষি জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার,অতি আহরণ, জলভূমি ধ্বংসের কারনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৬০ ধরণের মাছ বিলুপ্তির পথে। এই অর্থ বছরে ৫ জন চাষীর মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় দেশী জাতের মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। সংস্থা হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়নে জন্য ট্যাংরা, খলিশা ও ভ্যাদা/রয়না/অন্যান্য মাছের পোণা, ঝাঁকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এবং চাষী পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণে লক্ষ্যে কর্ম এলাকার মাগুরা সদর উপজেলার আমুরিয়া চকপাড়া গ্রামে কার্প- গলদাচিংড়ি মাছের উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার ৮৬ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে ১৩ জন চাষী এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সুন্দরপুর গ্রামে দেশী শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মাছের উপর মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে ৭৮ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এই প্রযুক্তি গ্রহনে ১৫ জন চাষী আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া আড়পাড়া উপজেলার আটিরভিটা গ্রামে নার্সারী পুকুরের উপর মাঠ দিবস পালন করা হয় এখানে এলাকার ৮৩ জন চাষী উপস্থিত ছিল । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে ১৭ জন চাষী এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রাণিসম্পদ ইউনিট

আধুনিক প্রযুক্তিতে গবাদি পশুপালনে জনগনকে উৎসাহী এবং লাভজনক করে তুলতে চাষীদের সহযোগীতা করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। গবাদি পশুপালনের সাথে সরাসরি জড়িত সংস্থার দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী খামারী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভী পালন ঃ অধিক উৎপাদনশীল জাতের বাছুর এবং দীর্ঘমেয়াদী দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি অর্থবছরে ২৫টি এবং এ পর্যন্ত ৬২ জন খামারিদের মাঝে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ৫৮ জন খামারি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে । সংস্থা হতে খামারিদের দুগ্ধ বর্ধক মিল্ক রিপ্লেসার, জীবানুনাশক, দানাদার খাবার- কাফ স্টাটার, ভুট্টা বীজ, টিকা, টিট কাপ, কেচোঁ সার তৈরির জন্য কেচোঁ, রিং, পলিথিন, চালুনী, ব্যাগ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু সোনালী মুরগি পালন ঃ সোনালী মুরগি বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনকারী মুরগি সমুহের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য জাত। এসব মুরগি মাত্র ৬-৮ সপ্তাহ পালন করে বাজারজাত করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাঁচায় পালন করার ফলে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হার ও চিকিৎসা ব্যয় কম,ফলে খামারীরা লাভবান হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ১৩ জন খামারি এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে । প্রদর্শনী বাস্তবায়নে খামারীদের সোনালী মুরগির একদিনের বাচ্চা, বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, ভ্যাকসিন এবং জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি ঃ গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের জন্য এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন একটি সহজ ও লাভজনক । এই অর্থবছরে ০১ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসের খামার থেকে উৎপাদিত ডিম ইনকিউবেটরের সাহায্যে উৎপাদিত বাচ্চা বানিজ্যিকভাবে বিক্রয় করে অর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১ জন খামারি এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনীর আওতায় সংস্থা থেকে খামারীকে ইনকিউবেটর, আই পি এস, ক্লিনিং চেম্বার, জীবানুনাশক, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন / জিনডিং জাতের হাঁস পালন ঃ পেকিন/জিন্ডিং হাঁস পালন গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি সহজ ও লাভজনক প্রযুক্তি। চলতি অর্থবছরে প্রদর্শনীর আওতায় পেকিন জাতের ২১টি এবং জিনডিং জাতের ৪টি মোট ২৫টি এবং এ পর্যন্ত ৭২ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে। প্রদর্শনী দেখে এলাকার মানুষ আগ্রহী হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ২০ জন হাঁস পালন শুরু করেছে। উক্ত প্রদর্শণীতে আধা-নিবির পদ্ধতিতে মাঁচায় এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া হাঁস পালন করা হয় । প্রদর্শনীর আওতায় খামারীকে হাঁসের বাচ্চা,মাঁচা ও বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া,রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন ঃ এই অর্থ বছরে ৩৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৫৮টি এই প্রযুক্তিটির প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়।। প্রদর্শনী দেখে এলাকার ১৮ জন খামারী আগ্রহী হচ্ছে এবং ১৫ জন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন শুরু করেছে । প্রতিটি খামারীকে ক্রিপারসহ খাঁচা, ডিম ফুটানোর নেষ্ট, বৈদ্যুতিক বাল্ব, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক,পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন ঃ সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন প্রদর্শনীটি এই অর্থবছরে ০৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ১০ ট প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে চিকিৎসা ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী ফলে খামারী লাভবান হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার মানুষ আগ্রহী হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ২৫ জন প্রদর্শনীর কার্যক্রম শুরু করেছে । প্রযুক্তির আওতায় সংস্থা হতে ১০ জোরা পূর্ণবয়স্ক কবুতর, কবুতরের ঘর নির্মান, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারিঃ এই অর্থবছরে ০৫টি এবং এ পর্যন্ত ০৯ টি রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি প্রযুক্তি প্রদশর্নী বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রদর্শণীতে আধা-নিবির পদ্ধতিতে রাজহাঁস পালন করা হয়। হাঁসের খামার জলাশয়ের আশেপাশে স্থাপন করা হয় ,যাতে দিনের প্রাকৃতিক খাবার সংগ্রহ করতে পারে । নিয়মিত টিকা ও জীবানুনাশক প্রয়োগের ফলে হাঁসের রোগবালাই কম হয় এবং উৎপাদন বেশী হয় এতে খামারীরা অধিক লাভবান হচ্ছে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এলাকার ৬জন খামারী প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংস্থা হতে রাজহাঁসের ৮টি বাচ্চা, রেডি ফিড, মাঁচা ও বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, বিশেষ ভাবে নির্মিত হ্যাচিং ট্রে, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব ডিম দিবস উৎযাপন ঃ

" প্রতিদিনই ডিম খাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় "

এই শ্লোগান নিয়ে ১১ই অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে বিশ্ব ডিম দিবস উৎযাপন উপলক্ষে মাগুরা জেলার শালিকা উপজেলায় একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। র‌্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শালিখা উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, এডিআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। আলোচকগন ডিমের পুষ্ঠিগুন মানবদেহ ও মস্তিস্ক গঠনে এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি কিভাবে বাড়ায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে ১৩৫ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একটি মুরগীর এবং ২টি কোয়েলের সিদ্ধ ডিম প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উৎযাপন ঃ

" দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পুরন করি "

এই শ্লোগান নিয়ে এডিআই ১ লা জুন-২০২১ ইং তারিখ পালন করে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস। মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার উজগ্রাম হাফেজিয়া মাদ্রাসায় এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় শালিখা উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মাদ্রাসা ও এতিমখানার অধ্যক্ষ মহোদয় ও এডিআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। উক্ত সভায় দুধের পুষ্ঠিগুন এবং মানব দেহে এর প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে অলোচনা করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এক প্যাকেট করে দুধ (২৫০ মিলি) বিতরন করা হয়। আলোচনা শেষে জন সচেতনতার জন্য বর্নাঢ্য র‌্যালী করা হয়।

টিকাদান কর্মসূচি ঃ গবাদি প্রাণীর কিছু মারাত্মক রোগ রয়েছে যেমন-তড়কা,বাদলা,গলাফুলা, ছাগলের পিপিআর, একথাইমা, গোটপক্স কিংবা হাসঁ-মুরগীর ডাকপ্লেগ, রাণিক্ষেত ইত্যাদি রোগ হলে গরু,ছাগল, হাঁস-মুরগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। টিকার মাধ্যমে কেবল লাইভ এবং কিল্ড এন্টিজেন ব্যবহার করে এন্টিবডি তৈরি করে যা রোগ প্রতিরোধ এ সাহায্য করে । সংস্থা হতে কর্ম এলাকায় গবাদি প্রাণীর তড়কা,বাদলা, ক্ষুরা রোগ; ছাগলের পিপিআর এবং রাণী ক্ষেত রোগের টিকাদান নিয়মিত করে আসছে। চলতি অর্থবছরে মোট ৭০৯৫টি প্রাণীকে(গরু ছাগল,হাসঁ এবং মুরগী) নিয়মিত টিকাদানের ফলে এলাকায় গবাদি প্রাণীর মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া জনগনের মধ্যে আগের তুলনায় টিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খামার দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এবং খামারী পর্যায়ে উদ্ভুদ্ধকরণে জন্য এই অর্থ বছরে ২টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়। মাগুরা সদর উপজেলার ছনপুর গ্রামে সোনালী মুরগীর উপর খামার দিবসে এলাকার ৭৮ জন খামারী উপস্থিত ছিল। উক্ত খামার দিবসে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিল। তাছাড়া আমুরিয়া কলেজ পাড়ায় ৭০ খামারীর উপস্থিতিতে পেকিনহাঁসের উপর খামার দিবস পালন করা হয়। মাঠদিবসে এডিআই এর পশুসম্পদ কর্মকর্তা খামার বাস্তবায়নে খামারির ভুমিকা এবং আয় ব্যয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। তাছাড়া সফল খামারীগন তাদের অভিজ্ঞতা ও খামারের ফলাফল তুলে ধরে। ফলে সোনালী মুরগীর প্রদর্শনীতে ৮ জন এবং পেকিন হাসঁ প্রদর্শনীতে ৬ জন খামারী প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

কৃমিনাশক কর্মসূচি ঃ কৃমি এক ধরনের পরজীবি যা প্রাণির উপর নির্ভর করে জীবণ ধারণ করে থাকে যা প্রানীর ক্ষতি সাধন করে থাকে। ভৌগলিক ও পরিবেশগত কারণে আমাদের দেশের গৃহপালিত প্রাণী অর্থাৎ গরু, ছাগল বিভিন্ন রকমের গোল ও কলিজা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণীর উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। সংস্থা কৃমিনাশক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৬৬০ চাষীর মাঝে ১,৬০০ টি লিভামিজোল ও ট্রাই-ক্লামেন্ডাজল মিশ্রিত কৃমিনাশক প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে ৪,৬৯৫টি (খানা) পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল দরিদ্র পরিবার সমুহের দরিদ্রতা হ্রাস, সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা যাতে তাঁরা নিজেদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

কর্মসূচিঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, যুবউন্নয়ন, বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, বিশেষ সঞ্চয়, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন,অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মান বা মেরামত, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান।

কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় ফোকাল পার্সনের তত্বাবধানে মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মীদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গর্ভবতী মা

১,০৮১

৩০,৩০০

ক্যাপসুল

(আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক)

শিশু

১২১৩

৮,৭৬০ পুষ্টিকনা + ৪,৩০০ কৃমিনাশক ট্যাবলেট

১০২৬

১৯,২৫৫ টি ক্যালসিয়াম টেবলেট

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচী আওতায় মা ও শিশুদের শারিরীক ও মানসিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় সক্ষম দম্পতিকে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত জন্মনিয়ন্ত্রন উপকরণ ব্যবহারের পরামর্শ ও আগ্রহী করে তোলার ফলে মোট ২৮৬৫ জন জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহন করেছে। এই অর্থ বছরে ৩২৯ জন গর্ভবতী এবং ৯১৬ জন প্রসবত্তোর মাকে ৮,৮৮৫ টি এবং এই পর্যন্ত ১৩৮২ জনকে ৫০,৩০০ টি আয়রণ পলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৪০ উর্ধ্ব পুরুষ ও মহিলার মাঝে এই অর্থ বছরে ৮,৬৪৫ টি এবং এই পর্যন্ত ৭,৯০০টি ক্যালশিয়াম টেবলেট বিতরন করা হয়েছে। পুষ্টি সেবার আওতায় ৫ বৎসরের নীচে শিশুদের মধ্যে এই অর্থ বছরে ১,৯৫০ টি এবং এই পর্যন্ত ১৬,৫০০ টি পুষ্টিকনা বিতরন করা হয়েছে। তাছাড়া ৮-৭০ বছর বয়সের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরন করা হয়। এই বছরে বিতরন করা সম্ভব হয়নি তবে এই পর্যন্ত ৪২,৩০০ টি বিতরন করা হয়েছে।

ডায়াবেটিক ঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে খানা পরিদর্শনের সময় এলাকার লোকজনকে ডায়াবেটিক সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি ডায়াবেটিক পরীক্ষা করে থাকে। পরীক্ষার ফলাফল যদি মাত্রাতিরিক্ত হয় সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরীক্ষার পাশাপাশি রোগীদের ব্যায়াম, খাবার নিয়মাবলী, নিষেধাজ্ঞা এবং এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ সেবনের বিষয়টি পরামর্শ প্রদান করা হয় । ডায়াবেটিক পরীক্ষার বিষয়ে জনগনের আগ্রহ বাড়ছে এবং এতে ডায়াবেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ এই বিষয়ে অনেক সচেতন হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ১২৮৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৭,৪৬১ জনকে ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা কার্ড ঃ এলাকার জনগন যাতে সংস্থার স্ট্যাটিক ক্লিনিক,স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিনামূল্যে সেবা গ্রহন করতে পারে সেজন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পরিবারের সদস্যরা বিনামুল্যে কৃমিনাশক, ক্যালশিয়াম, আয়রন ও পুষ্টিকনা জাতীয় ঔষধ পেয়ে থাকে। দৃষ্টিহীন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানী অপারেশনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সংস্থার নির্ধারিত ফোন নাম্বারে কল করে ২৪ ঘন্টা জরুরী স্বাস্থ্যসেবা/পরামর্শ পেয়ে থাকে। এই পর্যন্ত ৪,২৫৭ টি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক "স্বাস্থ্য সেবা কার্ড" প্রদান করা হয়েছে। অর্থবছরে ৬১১ টি এবং এই পর্যন্ত মোট ৮,৮৬০টি স্বাস্থ্য সেবা কার্ড বিক্রী ও নবায়ন করা হয়েছে। ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতি দিন ২৫ টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সচেতনতা ও পরামর্শ মূলক সেবা স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করে।

খানা পরিদর্শন ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচী এলাকায় মোট ৪,২৯৫টি খানা রয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ০৯জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছেন যারা প্রতি দিন ২০টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সচেতনতা ও পরামর্শমূলক সেবা স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করে। খানা পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছে ওজন ও প্রেসার মাপার মেশিন, ডায়াবেটিস পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, মুয়াক টেপ, কটন, হেক্সিসল, গজ, ব্যান্ডেস থাকে যা প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে।

স্ট্যাটিক ক্লিনিক: সমৃদ্ধি অফিসে প্রতি দিন নিয়মিত মায়েদের গর্ভবস্থায় যত্ন , উচ্চ রক্তচাপ, জ্বর, আমাশয়, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিক চেক-আপ এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কোভিড এর জন্য সরকারের বিধি নিষেদ থাকায় সারা বছর ব্যাপি স্ট্যাটিক ক্লিনিক চালানে

সম্ভব হয়নি। এই অর্থবছরে ১৮০ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১,১২৫ জনকে এবং এপর্যন্ত ১,৩৬৫টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১০,১৮৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। জটিল এবং কঠিন রোগের ক্ষেত্রে সংস্থার নির্ধারিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং অতিজরুরী প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে নেবুলাইজার মেশিনে শ্বাসকষ্টের কারণে শিশুদের নিরাময়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ রোগীর চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ২৫২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে ৭,৯৫৮ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। কাভিড ১৯ এর কারনে সরকারি বিধিনিষেদ থাকায় চলতি অর্থবছরে কোন স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়নি। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সরকারি হাসপাতালের এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এই অর্থবছরে এ পর্যন্ত ২৫২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ৭,৯৫৮জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হয়। এ পর্যন্ত ২৩ টি সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩,০৩৬ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্যাম্প যেমন: মেডিসিন ও ডায়াবেটিস, চক্ষু চিকিৎসা,নাক- কান - গলা চিকিৎসা এবং গাইণী চিকিৎসা ক্যাম্প করা হয়। কোভিড এর কারণে এই অর্থ বছরে কোন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প করা সম্ভব হয়নি। এ ধরণের ক্যাম্পে সাধারণত বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসারগণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জনগনের মাঝে প্রচারের জন্য লিফলেট, ব্যানার, ও মাইকিং করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকে।

বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প ঃ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চোখের ছানিজনিত রোগীর চিকিৎসা জন্য চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। রোগীদের স্বাস্থ্য চেকআপ করার পর ছানি অপারেশনের দিন ধার্য্য করে ছানি অপারেশ-নের জন্য সেন্টারে নেওয়া হয়ে থাকে। রোগীদের বিনামূল্যে যাওয়া- আসা, চশমা, ঔষধ, অপারেশনসহ নুন্যতম খাবার পরিবেশন ও অফিসের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। কোভিড ১৯ এর কারণে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প এবং চোখের ছানি অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। সংস্থা এই পর্যন্ত ১০২ জনকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র

শিশু শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন ও আগ্রহ তৈরী, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, স্কুল ভীতি দূর করা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করা। দরিদ্র পিতা-মাতা নিরক্ষর বিধায় সন্তানদের পড়া তৈরীতে সহায়তা করতে পারে না, ফলে সন্তানরা স্কুলে সন্তোষজনক ফল-াফল করতে না পারায় সহপাঠিদের সামনে লজ্জা পেয়ে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত সমৃদ্ধি কর্মসূচীর এলাকায় ৭৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৩০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

কোভিড ১৯ এর কারণে বিগত ২৩ মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ইং পর্যন্ত শিক্ষা কেন্দ্র গুলো বন্ধ ছিল। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা সুপারভাইজার প্রতি মাসে ২ বার শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের সময় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছনতা, মৌলিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষন করে এবং মনিটরিং খাতায় পরামর্শ দিয়ে থাকে। শুক্রবার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২ ঘণ্টা পাঠদান চলে। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

LAND
SCAPE

কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

উদ্যমী (ভিক্ষুক) সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম ঃ ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা এই কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৪ জন উদ্যমী (ভিক্ষুক) সদস্যকে পুনর্বাসন করেছে। পুনর্বাসন করার জন্য প্রতিটি পরিবারের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুদানের টাকায় সদস্যরা ইঞ্জিন চালিত ভ্যান, জমি বন্ধক, গাভী ক্রয়, ছাগল ক্রয়, গোয়াল ঘর তৈরী, কাপড়ের ব্যবসা, আবাসিক ঘর মেরামত কাজে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে উদ্যমী সদস্যদের দৈনিক আয় বেড়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তারা সরে এসে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পেয়েছে।

সংস্থা এ পর্যন্ত ৪জন উদ্যমী (ভিক্ষুক) সদস্য পুনর্বাসন করেছে তার তথ্য নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	উদ্যমী সদস্যর নাম	অনুদানের পরিমান	বর্তমান সম্পদের পরিমান
১	আবু বক্কার মোল্যা	১০০০০০/	১৭৫০০০/
২	সাজু বেগম	১০০০০০/	১৬৯৬০০/
৩	মো: আনোয়ার হোসেন	১০০০০০/	১৬০৫০০/
৪	মো: ফারুক মোল্যা	১০০০০০/	৪১৫৮০০/
	সর্বমোট	**৪০০০০০/**	**৯২০৯০০/**

৩৭০

স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপনে সহায়তা করা হয়

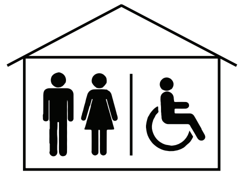

২৯

মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন

৯

সমৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মান

৪

উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরে এসে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পেয়েছে

বিশেষ সঞ্চয় ঃ অতিদরিদ্র, ভিক্ষুক, দুস্থ নারী প্রধান পরিবার এবং প্রতিবন্ধী সদস্যদের ভৌত সম্পদ ক্রয় এবং উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে সম্পদ ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সদস্যরা প্রতি মাসে নিয়মিত ৮০০ টাকা করে ২৪ মাসে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ ২০হাজার) অর্থ সংস্থা হতে প্রদান করা হয়। ২০ জনকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। অর্থবছর পর্যন্ত ১৫ জন সদস্যের মেয়াদপুর্তি শেষে তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমান ছিল ১৫২,৬০০ টাকা এবং অনুদান হিসাবে ১৫২,৬০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫জন সদস্যার পূঁজির পরিমান ৩০৫,২০০ টাকা। এতে প্রমানিত হয় যে, সঞ্চয় মানুষের পূঁজি গঠনে সহায়তা করে।

পরিবার ভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ঃ স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় হচ্ছে স্যানিটারী ল্যাট্রিন। কর্মএলাকার দরিদ্র পরিবার সমুহের অনেকেই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করেনা। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার ফলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সংস্থা এপর্যন্ত মোট ৩৭০টি পরিবার পর্যায়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপনে সহায়তা করেছে। প্রতি অর্থ বছরে পরিবারের মধ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে দেখা যায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠির পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন হয়েছে। কোভিড ১৯ এর কারনে চলতি অর্থ বছরে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

কমিউনিটি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মান ঃ হবখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসায় ২৯টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং ১৭টি অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত এবং ২টি ব্রীজ ও ১টি কালভার্ট সহ মোট ৪৯টি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সংস্থা এবং কমিউনিটির অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডের স্থানীয় মেম্বারকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৯টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি"গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ৯টি ওয়ার্ড কমিটিতে সর্বমোট ২১৮ টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড ১৯ এর কারনে চলতি অর্থ বছরে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়নি।

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ৩ জন মহিলা সদস্য, ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন মেম্বার, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ৯ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ১ জন ও ২ জন গ্রাম্য পুলিশকে নিয়ে মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। ষান্মাসিক ভিত্তিতে এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড ১৯ এর কারনে চলতি অর্থ বছরে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়নি।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মান ঃ সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা,এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৯টি ওয়ার্ডের সুবিধা জনক ও জনবহুল স্থানে ৯টি "সমৃদ্ধি কেন্দ্র" নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মান ঃ বসতবাড়ির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবারগুলো যেন সারাবছর শাকসবজি ও ফলমুল উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি ও ফলমূল বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে এই লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬০টি সমৃদ্ধ বাড়ি মডেল আকারে তৈরী করা হয়। সমৃদ্ধ বাড়িতে সাজনা, লেবুসহ ফলজ, বনজ, মসলা (আদা, হলুদ, পেয়াজ) ঔষধি (বাসক, তুলসী, নিম) গাছ ও বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ, মাচায় সবজি চাষ করা হয়। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রতিটি বাড়িতে কম্পোষ্ট সার তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া গবাদি পশু-পাখি পালন, পুকুরে মাছ চাষ, কেঁচো সার তৈরী ও নিজস্ব চাহিদা পূরণ পরবর্তী বিক্রির ব্যাপারে সংস্থা হতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ বাড়ি তৈরীতে সহায়তা করছে। সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরীতে সংস্থা হতে যে সকল উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে বাড়ির সম্মুখভাগে গেইট তৈরীতে সহায়তা,হাঁস-মুরগীর ঘর, কবুতরের ঘর, কেঁচো সার তৈরীর একটি প্লান্ট, বন্ধু চুলা,৮ প্রকার গাছের চারা বিতরণ যেমনঃ সাজনা, আমড়া, আম, লেবু, মাল্টা, তেজপাতা,মেহগনি,ইপিল-ইপিল,শাক-সবজি বীজ ৬ প্রকার যেমন:লাল শাক,পুঁই শাক,লাউ,মিষ্টি কুমড়া,মূলা,কলমি, সেক্স ফেরোমন ট্রাম্প- ২টি।

সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরীর ফলাফল ঃ প্রতিটি বাড়ি থেকেই নুন্যতম বাড়তি আয় ৩০০০-টাকা হচ্ছে। সেখানে বেশিরভাগই দেখা যায় হাঁস-মুরগী, গরু- ছাগল এবং দু'একটি বাড়ি ভার্মি কম্পোষ্ট সার খুবই ভালভাবে তৈরী ও বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছে। বসতবাড়ির পতিত জমি ফেলে রাখার অভ্যাস বন্ধ হয়েছে। বাড়িতে গরু ছাগলের জন্য ন্যাপিয়ার ঘাস লাগানো হয়েছে। এখন তাদের নিজেদের চাহিদা তারা নিজেরাই পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। অনেকের একজোড়া কবুতর থেকে ৫০ জোড়া কবুতরে পরিনত হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ

যুবদের সৃজনশীলতা চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় যুবউন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবকদের সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বিষয়ে সচেতন এবং দায়িত্বশীল সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ত্ করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৪-৩০ বছরের মধ্যে ১,২৮৯ জন কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের অংশ-গ্রহনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ২১সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ৯টি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ২২ এবং অফিস প্রতিনিধি হিসাবে ৩ জন মোট ২৫জন নিয়ে ইউনিয়ন যুব কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪২১ জন যুব-যুবতীদের ২ দিনব্যাপী যুবসমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড ১৯ কারনে অর্থবছরে যুবদের কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ঃ সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রমে এপর্যন্ত মোট ২৮ টি ব্যাচে ৬৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিষয় সমূহ যথাক্রমে- (ক) জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবস্থাপনা এবং পুকুরে মাছ চাষ। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নড়াইল সদর উপজেলার কৃষি, মৎস্য এবং পশুসম্পদ কর্মকর্তা।। প্রশিক্ষণের ফলে সদস্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার ফলে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। অনেক সদস্যই বর্তমানে উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। করোনার কারণে চলতি অর্থবছরে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। নিম্নে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষন ঃ মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ডায়াবেটিক পরীক্ষা বিষয়ে দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা ডায়াবেটিক রোগীদের সঠিক পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়। স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার প্রাথমিকভাবে রোগী সনাক্তকরণ বিষয়ে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। করোনার কারণে চলতি বছরে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষকরা যেন শিশুদের দক্ষতার সাথে জ্ঞানদান করতে পারে সেজন্য ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকগন বাংলা, গণিত এবং ইংরেজী বিষয়ে পড়ানোর কৌশল এবং বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য তৈরীর বিষয়গুলো সর্ম্পকে তাছাড়া নৈতিক শিক্ষার বিষয় সমূহ সর্ম্পকে শিশুদের যথাযথ ধারনা প্রদান করতে পারছে। কোভিড এর কারণে চলতি বছরে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

উন্নয়ন মেলা ঃ জেলা প্রশাসন, নড়াইল কর্তৃক ১১-১৩ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ৩দিন ব্যাপি উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় এডিআই সহ ৬৯ টি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অংশ-গ্রহন করে। মেলায় এডিআই এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন ধরনের সেবামুলক কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে বিচারক মন্ডলীগণের সরেজমিনে স্টল পরিদর্শন ও প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে এডিআইকে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন করে এবং অভিনন্দন স্বরুপ ক্রেষ্ট প্রদান করে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

ভুমিকা ঃ দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগীতায় এডিআই বহুমাত্রিক কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য পরিপোষক ভাতা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান, প্রবীন সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবাপ্রদানকারী শ্রেষ্ট সন্তান সম্মাননা প্রদান, অতি দরিদ্র প্রবীণদের জন্য বিশেষ ঋন সুবিধা ও প্রশিক্ষন প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রবীণদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। তাছাড়া কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে এ ধরণের সকল প্রবীণ একত্রীত হয়ে খেলাধুলা, পত্রিকা পঠন, বিনোদন, গল্প, আড্ডায় মেতে থাকলে কিছুটা সময়ের জন্যও তারা আনন্দ পেতে পারে।

জরিপ কার্যক্রম ঃ কর্মসূচীটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হবখালী ইউনিয়নে ৪২৯৫ টি খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপ শেষে নারী ৬৪১ জন এবং পুরুষ ৬৪৩ জন সর্বমোট ১২৮৪ জন প্রবীণ পাওয়া যায়।

প্রবীন কমিটি গঠন ঃ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে (৯টি ওয়ার্ড) ১১ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি এবং ২৭ জনকে নিয়ে ইউনিয়নের সাধারন কমিটি গঠিত হয়। ২৭ জন সদস্যর মধ্য থেকে ১১ জনকে কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ২৩৪টি ওয়ার্ড কমিটির মিটিং এবং ১৭টি ইউনিয়ন কমিটির মিটিং করা হয়েছে। করোনার কারনে চলতি অর্থবছরে ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন প্রবীন কমিটির কোন মিটিং করা সম্ভব হয়নি।

প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ ঃ কর্মসূচীর বিষয়ে ধারনা প্রদান, কমিটির সদস্য হিসাবে দায়দায়িত্ব ,স্থানীয় সরকার ,সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সমন্বয় সাধন ও মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি ব্যাচে ২ দিন ব্যাপী মোট ৮১ জন প্রবীণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ষ্টাফদের প্রবীণ কর্মসূচি সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন ঃ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মোট ১৩জন ষ্টাফকে প্রবীণ কর্মসূচী সম্পর্কে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে স্টাফদেরকে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়।

প্রবীণ পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) ঃ প্রবীণ কমিটির সদস্যদের সহায়তায় বাড়ী বাড়ী সরজমিনে পরিদর্শন করে হতদরিদ্র প্রবীণ দের প্রতি মাসে ৫০০/ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৬ জন প্রবীন মারা যাওয়ায় চলতি অর্থবছরে ৯৬ জনকে প্রতি মাসে ৫০০/ টাকা করে মোট ৩,৯৭,৫০০/ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এপর্যন্ত বয়স্ক ভাতা হিসাবে মোট ১৫,৪৩,৫০০/ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদানের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক, নড়াইল সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার,ইউপি চেয়ারম্যান সংস্থার সহকারী পরিচালক, জোনাল ম্যানেজার ,রিজিওনাল ম্যানেজার ও এলাকার প্রবীণ কমিটির সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাতা প্রদান করা হয়। ভাতা প্রাপ্তির ফলে অতিদরিদ্র প্রবীণদের স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পারে। অসুস্থ প্রবীণগন নিয়মিত ঔষধ কিনে খেতে পারে ।নিজের ইচ্ছে মত টাকা খরচের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

মৃত প্রবীনদের সৎকারের জন্যসহযোগীতা ঃ কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণদের মধ্যে অসচ্ছল বা হতদরিদ্র প্রবীণ মারা গেলে তাৎক্ষনিকভাবে তার বাড়ীতে গিয়ে কমিটির সদস্য ও ইউপি সদস্যদের সমন্বয়ে মৃত প্রবীণের সৎকারের জন্য ২০০০/ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হয় । ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৪ জনকে ২৮০০০/ টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ৩৯ জনকে ৭৮০০০/ টাকা প্রদান করা হয়।

উপকরণ বিতরণঃ কর্মসূচীর আওতায় শারীরিকভাবে নাজুক ও সুবিধাবঞ্চিত,দুঃস্থ প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা হিসাবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৬২ জন প্রবীনদের মাঝে ৫০ টি কম্বল ,৫০টি চাদর,২০টি ছাতা ,২০টি ওয়াকিং স্টিক , ২০টি কমোড চেয়ার ও ০২টি হুইল চেয়ার সর্বমোট ১৬২টি উপকরন প্রদান করা হয়। তাছাড়া ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শারীরিকভাবে নাজুক ও সুবিধাবঞ্চিত,দুঃস্থ প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা হিসাবে ১১২ জন প্রবীনদের মাঝে ৮০ টি কম্বল ,৩০টি ওয়াকিং স্টিক , ০২টি হুইল চেয়ার সর্বমোট ১১২টি উপকরন প্রদান করা হয়।

উপকরণ প্রদানের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নড়াইল সদর , চেয়ারম্যান হবখালি ইউপি এবং সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগন এবং এলাকার প্রবীণ কমিটির সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাতা প্রদান করা হয়। হুইল চেয়ার ও ওয়াকিং স্টিক পাওয়ার পর তাঁদের চলাফেরা সহজতর হয়েছে, ফলে বার্ধক্য জীবনে প্রবীণদের স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। কোভিড ১৯ এর কারনে অর্থবছরে কর্মসূচীর আওতায় কোন উপকরণ বিতরণ করা হয়নি।

কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম

কৈশরকাল একজন মেয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় উপযুক্ত পারিবারিক শিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেলে অপার সম্ভাবনাময় কিশোরীর জীবন সুন্দর ও অর্থবহ নারী জীবনে বিকশিত হতে পারে। এইউপলব্দি হতে ১৯৯৯ সাল থেকে কিশোরীদের সংগঠিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে, যাতে কিশোরীরা পরিবার ও সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া : সংস্থার দলীয় সদস্যদের কিশোরী সন্তান, বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠন এবং স্কুল এর কিশোরী ছাত্রীদের নিয়ে দল গঠনের মাধমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল:

কিশোরী সংগঠন : মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামে মোট ১০২ জন কিশোরীকে নিয়ে ৫টি দল গঠন করা হয়েছে। কিশোরী সদস্যরা নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় মিলিত হয়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করছে। এই পর্যন্ত সদস্যরা ৯৬,৫২৩/ টাকার সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। এই তহবিল থেকে সঞ্চয় উত্তোলন করে কিশোরীরা আয়মুখী কাজ করছে।

কিশোরী উন্নয়ন শিক্ষা : কিশোরীদের নিয়ে দলীয় সভায় বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কৈশোর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমুহ, কৈশোরে স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, এইচ,আই,ভি এইডস ও যৌন নি-পিড়ন, বাল্য বিবাহ ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশু জন্মগ্রহন প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, নেশা/আসক্তি, মা ও শিশুর যত্ন ও টিকাদান ইত্যাদি।

এপর্যন্ত কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিধি সহায়িকা,কৈশোর কথা নামে কিশোরীদের বষঃন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫টি বই বিতরণ করা হয়। বই এর মাধ্যমে কিশোরীরা কৈশোরের শারিরীক পরিবর্তন, মাসিক, মাদকাসক্তি, যৌন হয়রানি, এইড্স, বাল্য বিবাহ, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার-সমূহ এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জানতে পারছে।

নির্মল বিনোদন : বয়ঃসন্ধি কালের মানসিক পরিবর্তনে নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। দলভূক্ত কিশোরীদেরকে উন্নয়নমূলক বিনোদন ব্যবস্থা যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত রাখা হচ্ছে, যাতে হতাশা ও বিষন্নতা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে এবং ইতি বাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ৫টি দলে লুডু সরবরাহ করা হয়েছে যাহা দলের কিশোরীগণ বৈকালিক সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে।

ভালো করে জেনে নিই
স্বরবর্ণ চিনে নিই
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

এডিআই শিশু শিক্ষালয়

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রাম ও শহরতলীতে অতিদরিদ্র পরিবারগুলো সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা যেন অকালে স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে এবং তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন বুনতে এডিআই তার নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৩ সাল থেকে এডিআই শিশু শিক্ষালয় কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় চালু করা হয় বৈকালীন স্কুল যেখানে দৈনিক ২ ঘন্টা করে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পাঠ তৈরিতে সাহায্য করা হয়। করোনা কালিন সময়ে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে সাময়িক ভাবে শিশু শিক্ষালয় বন্ধ রযেছে।

বিশেষভাবে দেখা যায় দরিদ্র বাবা-মা অশিক্ষিত বলে সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহী হয় না। এলাকার সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে পারলেও বাড়ীতে শিক্ষার পরিবেশনা থাকা এবং নিজে নিজে পড়া তৈরী করতে না পারার কারনে পড়াশুনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে এধরনের শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এ বিষয়টি অনুধাবন করে সংস্থার কর্ম এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে এ কর্মসূচির আওতায় এনে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া : শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে একজন সুপারভাইজার (শিক্ষা) ও ১৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় সুপারভাইজার (শিক্ষা) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় করে থাকে। সংস্থার কর্ম-এলাকার অধিকতর দরিদ্র এবং নিরক্ষর শিশু এবং এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়নরত মোট ২০-২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একেকটি শিক্ষালয় গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শুক্রবার ব্যতিত প্রতিদিন বিকেলে ২ ঘন্টা করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয়। মৌসুম ভেদে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী পাঠদান শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিকশিক্ষা, বিনোদন ও তাদের সাংস্কৃতি প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান অভিনয় ও গল্প বলার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকরা নানা ধরনের অনুপ্রেরনাদায়ক ও শিক্ষনিয় গল্প পড়ে শোনান শিক্ষার্থীদেরকে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড ১৯ এর কারনে আপাতত শিশু শিক্ষালয় বন্ধ রাখা হয়েছে।

কোভিড-১৯

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়িটিভ(এডিআই) একটি বেসরকারী উন্নয়ন মূলক সংস্থা, বাংলাদেশের ১১টি জেলার ৪১টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার দরিদ্র জনগোষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন সমাজিক কার্যক্রম ও নানা রকম সেবাপ্রদান করে আসছে, বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী এনজিও সমূহের ন্যায় সংস্থাটি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎস্য থেকে তহবিল সংগ্রহ করে,দরিদ্র জনগোষ্টি বা উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ হিসাবে পুজিঁ সরবরাহের মাধ্যমে কিস্তি ভিত্তিক ঋণ আদায় এবং ঘুর্ণায়নমান পদ্ধতিতে পূণরায় পুজিঁ সরবরাহ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখছে। কোভিড ১৯ শুরুর হওয়ার পর সারা বিশ্বে নভেল করোনা ভাইরাসটি মহামারির আকারে বিস্তারিত লাভ করে, পূর্ব থেকে ধারনা না থাকা, অসচেতন জনগোষ্টির মহামারির প্রবল থাবায় স্বাভাবিক জীবন যাপন স্থবির হয়ে যায়।

বিশ্বের সরকার প্রধানগণ লকডাউন ঘোষনা করে সকল প্রকার দোকান পাট,ব্যবসা বানিজ্য,অফিস আদালত সহ সকল কর্মকান্ড বন্ধে করে দিয়ে দেশের জনগনকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশনা জারি করে,ফলে মানুষের মধ্যে চরম আতংক বিরাজসহ দরিদ্র মানুষ খাদ্যের অভাবে পতিত হউন।
এমন অবস্থায় নভেল করোনা ভাইরাস বা মহামারি কোভিড ১৯ এর প্রতিঘাত মোকাবেলায় বিশ্বের সরকার প্রধানগণের পাশে থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলো নানা রকম কর্মসুচী নিয়ে অসহা মানুষের মাঝে কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলো ও নভেল করোনা ভাইরাস বা মহামারি কোভিড ১৯ মোকাবেলায় নানা রকম কর্মসুচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত হউন।

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়িটিভ (এডিআই) নভেল করোনা ভাইরাস বা মহামারি কোভিড ১৯ মোকাবেলায় অতি দ্রুত নিন্মোক্ত কর্মসূচী গুলো বাস্তবায়নে ভুমিকা পালন করে।

- ঋণ কার্যক্রম স্থগিত করণ।
- স্টাফদের বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধা চলমান রাখা।
- তহবিল গঠন
- সরকারী কার্যক্রমে অনুদান প্রদান।
- সদস্য পর্যায়ে ত্রান বিতরণ,স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্মাদের জুরুরী মিটিং ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ঋণ কার্যক্রম স্থগিত করণঃ সারাদেশে বর্তমানে সাত শতাধিক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও সরকারি নিয়ন্ত্রণনাধীন মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমতি নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যার বাৎসরিক টার্নওভার প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়িটিভ(এডিআই), চলমান কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর গত ২৬ মার্চ ২০২০ইং থেকে ৩১ মে, ২০২০ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়, কার্যক্রমের স্থগিতের এই সময় ঋণ গ্রহিতাদের থেকে অতিরিক্ত সুদ গ্রহন করা হয়নি। অন্যদিকে সদস্যদের সঞ্চয়ও নিয়মিতভাবে ফেরৎ দেওয়া চলমান রাখার সিদ্বান্ত গ্রহণ করা হয়।

স্টাফদের বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধা চলমান রাখাঃ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর গত ২৬ মার্চ ২০২০ইং থেকে ৩১ মে, ২০২০ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়,এই সময় সংস্থার আয় সম্পন্ন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও স্থগিতকালীন সময়ে স্টাফদের বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধা চলমান রাখা হয়েছে।

তহবিল গঠন ঃ সংস্থার নীতি নির্ধারক কর্মকর্কতাগণ কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় স্টাফদের অংশগ্রহনে একটি তহবিল গঠন করেন,যা দিয়ে সদস্যদের মাঝে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সরকারী কার্যক্রমে অনুদান প্রদান ঃ গঠিত তহবিল থেকে সংস্থার নীতি র্নিধারনী কর্মর্কতাগনের সিদ্বান্ত মোতাবেক প্রধান মন্ত্রীর ত্রান তহবিলে নগদ ৯০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

সদস্য পর্যায়ে ত্রান বিতরণ,স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ কোভিড ১৯ এর কারনে অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়িটিভ (এডিআই) আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও,সংকটময় এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় টীমের নেতৃত্বে ঢাকা, মাগুরা ও কুমিল্লা জোনে চাল, ডাল, সুরক্ষা সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। জনগনকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য বিতরণ করা হয় লিপলেট এবং প্রচার প্রচারণা। নিয়মিত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সদস্যদের খোজ নেওয়া হয়।

নিম্লে ত্রাণ কায়ক্রমের বিবরণ প্রদান করা হল:

- ঢাকা দক্ষিন অঞ্চলের আওতায় কলাতিয়া এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা।
- কুমিল্লা জোনের আওতায় কংশনগর ও নবাবপুর এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা।
- মাগুরা জোনের আওতায় আলোকদিয়া এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা।

দরিদ্রদের মধ্যে বিতরনের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মর্কতাদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা

- কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা ।
- দেবিদ্দার ও কচুয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা।
- মাগুরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ত্রাণ ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা।

উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্মাদের জুরুরী মিটিং ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঃ মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিঘাতে একদিকে ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারা,অন্যদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (যে সকল প্রতিষ্ঠান সংস্থার তহবিলের চাহিদা পূরণ করে থাকে) ঋণের কিস্তি বা তহবিল ফেরত এবং সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক সঞ্চয় ফেরৎ দেওয়ার ফলে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম মারাত্মক-ভাবে ব্যহত এবং উপকারভোগীদেও চাহিদা মোতাবেক ঋণ বিতরণ করতে না পারা। মাঠ পর্যায়ের সৈনিক নামে পরিচিত “কমিউনিটি অর্গানাইজারগ-নকে”এই সময় কঠিন অবস্থার মুখে পড়তে হয়েছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনা রেখে সংস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম স্বচল রাখার জন্য,নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের নিয়ে মাগুরায় এক জুরুরী সমন্বয় সভা করা হয়। সভায় করোনা কালীন সময়ে ঋণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হবে, সে সকল বিষয়ে সদস্য ও স্টাফ পর্যায়ে সময় উপযোগী পরিকল্পনা করা হয়।

সদস্য পর্যায় ঃ সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের সভার সিদ্বান্ত অনুযায়ী সদস্যদের নিম্মোক্ত প্রকৃতি বিবেচনা করে ০৫টি গ্রেডিং করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সদস্য গ্রেডিং করে কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সকল সুফল পাওয়া যায়।

- গ্রেডিং এর মাধ্যমে সদস্যর মান নির্ণয় করা হয়েছে।
- গ্রেডিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ সহজতর হয়েছে।
- শাখার গ্রেডিং উন্নীত করণে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে।
- টেকশই ব্রাঞ্চ গঠনে শীটটি সহায়ক হিসাবে করছে।
- সিওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা মুলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- খারাপ ও ঝুকিপূর্ণ সদস্য সহজেই চেনা হয়েছে।

সদস্যদের সুরক্ষার জন্য অফিসের প্রবেশ ধারে ক) পানি ড্রাম খ) হ্যান্ড স্যা-নটাইজার গ) সাবান ঘ) পাপোশ ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী ।
আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সংকটময় এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় টীমের নেতৃত্বে চাল, ডাল, সুরক্ষা সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় মা-লামাল সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতন করার লিপলেট বিতরণসহ নানারকম প্রচার প্রচারণা করা হয় । নিয়মিত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সদস্যদের খোজ নেওয়া হয়।

Grading	Criteria	Step
A	সে সকল সদস্য ইতি পূর্বে সফলতার সহিত বকেয়ামুক্ত ছিল এবং কোভিডের পর বকেয়া করেনি তারা অ গ্রেডের অর্ন্তভুক্ত।	ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পে দ্রুত ঋণ বিতরণ ও সার্বিক সহযোগীতা করা।
B	সে সকল সদস্য ইতি পূর্বে সফলতার সহিত বকেয়ামুক্ত ছিল এবং কোভিডের পর মাসে ২ বা তার অধিক কিস্তি প্রদান করেন তারা ই গ্রেডের অর্ন্তভুক্ত।	ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পে ঋণ বিতরণ ও সার্বিক সহযোগী-তা করা।
C	সে সকল সদস্য ইতি পূর্বে সফলতার সহিত বকেয়ামুক্ত ছিল এবং কোভিডের পর মাসে ২ কিস্তির কম টাকা প্রদান করেন তারা ঈ গ্রেডের অর্ন্তভুক্ত।	গ্রেডের মান উন্নয়ন করে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করা।
D	সে সকল সদস্য কোভিডের পরও এলাকা অবস্থান করেও ঋণের কিস্তি প্রদান করেনি তারা উ গ্রেডের অর্ন্তভুক্ত।	গ্রেডের মান উন্নয়ন করে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করা।
E	সে সকল সদস্য এলাকায় নেই,পলাতক বা স্থানান্তর তারা উ গ্রেডের অর্ন্তভুক্ত।	খোজ খবর নিয়ে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা করা।

স্টাফদের পর্যায়ে ঃ মাঠ পর্যায়ের সৈনিক নামে পরিচিত "কমিউনিটি অর্গানাইজারগনকে"এই সময় কঠিন অবস্থার মুখে পড়তে হয়েছে। তাদের সাহস দেওয়ার জন্য সংস্থায় উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন মাঠ পর্যায়ে সহযোগীতার জন্য প্রতিটি জোনে একটি করে ঋরবষফ ঃঃধঃরড়হ তৈরী করে যেমন-নির্বাহী পরিচালক থেকে সহকারী পরিচালকসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সকল বিভাগের কর্মকর্তাগন অবস্থান করে কোভিট ১৯ মোকাবেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

Field station Name	Region	Name of the in charge
মাগুরা	মাগুরা, আমুরিয়া, ফরিদপুর	• মোহসেন আরা বেগম নির্বাহী পরিচালক • মোঃ ইয়াছিন আলী ম্যানেজার (আইটি) • মোঃ আলীয়ার রহমান (জোন ইনচার্জ)
কুমিল্লা	কুমিল্লা, চান্দিনা, চাঁদপুর	• মোঃ ইকবাল হোসেন, সহঃ পরিচালক • মোঃ হুমায়ুন কবির, ম্যানেজার (কার্যক্রম)
ঢাকা	ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ	• তোফায়েল আহমদ, সহঃ পরিচালক • মোঃ হাসানুর রহমান ম্যানেজার(মনিটরিং)

Audit Report

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Financial Position
As at 30 June, 2021

Particulars	Notes	Figures in BDT As on 30th June 2021 (CFY)	Figures in BDT As on 30th June 2020 (PFY)
Properties and Assets :			
A. Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipments	6.00	14,811,007	14,901,120
Work in Progress	7.00	2,423,210	-
Total Non-Current Assets		**17,234,217**	**14,901,120**
B. Current Assets:			
Loan to Members	8.00	975,858,114	964,841,422
Investment on FDR	9.00	76,501,979	59,817,078
FDR Interest Receivable	10.00	31,953	123,282
Loan to Staff	11.00	3,362,793	4,427,821
Receivable A/C PKSF	12.00	3,504,593	4,419,709
Advance & Prepayments	13.00	1,970,500	1,005,500
Unsettled Staff Advance	14.00	3,843,939	3,688,671
Stock & Stores	15.00	123,043	64,918
Cash in Hand	16.00	661,116	1,162,638
Cash at Bank	17.00	134,052,555	104,846,915
Total Current Assets		**1,199,910,585**	**1,144,397,954**
Total Properties and Assets(A+B)		**1,217,144,802**	**1,159,299,074**
Capital Fund & Liabilities:			
A. Capital Fund			
Cumulative Surplus	18.00	256,494,874	237,658,316
Statutory Reserve Fund	19.00	28,499,430	26,406,479
Total Capital Fund		**284,994,304**	**264,064,795**
B. Non Current Liabilities			
Loan from PKSF-Long Term	20.00	144,466,673	88,766,670
Loan from Commercial Bank-Long Term	21.00	11,400,210	22,423,501
Members Welfare Fund	22.00	59,894,926	55,257,340
Total Non -Current Liabilities		**215,761,809**	**166,447,511**
C. Current Liabilities			
Loan from PKSF-Current Portion	23.00	154,299,997	143,683,332
Loan from Commercial Bank- Current Portion	24.00	22,224,945	58,632,328
Loan from PF, Gratuity & Security Fund	25.00	-	27,305,832
Members Saving Deposits	26.00	473,841,828	435,672,507
Staff Kalyan Tahbil	27.00	4,585,700	4,106,500
Loan loss provision (LLP)	28.00	47,333,471	41,092,885
Provision for Expenses	29.00	3,029,266	3,978,938
Provision for Interest on Term Savings	30.00	9,849,833	10,799,530
Provision for Interest on Staff Kalyan Tahbil	31.00	347,688	262,500
Corona Relief Fund	32.00	232,388	370,922
Reserve During Covid'19	33.00	26,060	2,881,494
Inactive Members Savings	34.00	617,513	-
Total Current Liabilities		**716,388,689**	**728,786,768**
Total Capital Fund & Liabilities (A+B+C)		**1,217,144,802**	**1,159,299,074**

The annexed notes form an integral part of the Financial Statements

Chief Accountant | **Executive Director** | **Chairman**

Signed in terms of our annexed report of even date.

Place: Dhaka
Dated: 26 October 2021

Ahsan Manzur & Co.
Chartered Accountants

Md. Raghib Ahsan FCA
DVC: 2110260689AS976192

Ahsan Manzur & Co. Chartered Accountants

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2021

Particulars	Notes	Figures in BDT	
		2020-2021 (CFY)	2019-20120 (PFY)
A. Income			
Service Charges on Members Loan	35.00	180,989,335	186,439,165
Reimbursement from PKSF against Programs and Projects Expenses	36.00	5,958,746	6,754,751
POs Contribution for Programs and Project Expenses (Contribution from POs own programs other than loan program)	37.00	-	216,000
Bank Interest		859,945	396,437
Interest on FDR	38.00	3,630,629	5,057,572
Admission Fees		142,980	120,960
Sales of Pass Book		214,940	198,485
Sale of Loan form		170,635	192,545
Sales Group Regulation Register		41,900	30,300
Interest on House Loan		191,597	143,738
Written off Loan Recovered		129,249	141,439
Sales of old Assets		11,200	387
Income from Project (Health Cards & others Sales)		111,612	162,019
Education donation from staff		46,280	40,630
Other Income		15,657	431,212
Total Income (A)		**192,514,705**	**200,325,641**
B. Expenditure			
Interest paid on Member's Savings	39.00	23,634,123	24,550,107
Interest (Service charge) paid on PKSF Loan	40.00	14,364,333	10,653,125
Interest paid on Bank Loan	41.00	6,815,854	17,035,391
Interest paid on PF,Gratuity & Security Loan		-	1,596,524
Interest paid on Staff Kalyan Tahbil		246,916	289,474
Bank Charges & Commission		410,003	372,413
Salaries & Allowances		84,098,069	76,064,344
Distance Allowance		363,040	380,866
Incentive for Staff		226,220	298,315
Staff Gratuity		3,006,250	3,000,000
Printing and Stationery		2,068,000	2,062,403
Office Rent		6,867,230	5,742,927
Travelling & Conveyance		2,091,527	1,584,184
Wages & allowance		90,770	-
Postage and Telephone		1,661,086	1,488,642
Advertisement		68,854	73,025
Signboard & Crockeries		199,686	62,622
Fuel Cost		1,759,524	1,436,145
Repair and Maintenance		539,538	366,175
Electricity, Gas & Water Bill		1,021,456	796,221

5

Ahsan Manzur & Co. Chartered Accountants

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 30 June, 2021

Particulars	Notes	Figures in BDT 2020-2021 (CFY)	2019-20120 (PFY)
Entertainment		282,251	309,986
Newspaper Periodicals		18,380	82,336
Training, meeting & seminar		173,709	264,566
Board meeting & honorarium		250,209	195,564
Audit Fees		90,000	75,000
Rebate		2,393,266	4,323,028
Legal Expense		172,312	304,053
Donation paid to Education program		-	216,000
Programs and Project Expenses:			
i. ENRICH		2,833,263	3,399,974
ii. Agriculture Units		1,283,797	1,708,593
iii. Fisheries & Livestock Units		3,044,471	2,889,251
iv. Probin		1,066,204	1,254,204
v. Education Program		25,000	327,689
vi. Adolescence Program		-	45,418
vii. Group Members Skill Development Program		-	19,345
Registration Fee (MRA & CDF)		376,476	348,608
Income Tax,VAT & Excise duty		1,226,459	1,395,250
Donation & Rehabilitation		12,300	8,500
Software Service Charges		474,915	471,240
Consultancy Fee		84,583	162,000
Loss on Assets		73,348	1,510
Loan Loss Provision Expenses (LLPE)		6,240,586	12,821,640
Depreciation		1,761,680	1,596,077
Other Expenses		197,118	58,797
Total Expenditure (B)		**171,612,807**	**180,131,532**
Excess of Income over Expenditure (A-B)		**20,901,898**	**20,194,109**
Total		**192,514,705**	**200,325,641**

The annexed notes form an integral part of the Financial Statements

Chief Accountant | Executive Director | Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date.

Place: Dhaka
Dated: 26 October 2021

Ahsan Manzur & Co.
Chartered Accountants
Md. Raghib Ahsan FCA
DVC: 2110260689AS976192

Ahsan Manzur & Co. Chartered Accountants

Alternative Development Initiative
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June, 2021

Particulars	Figures in BDT	
	2020-2021 (CFY)	2019-20120 (PFY)
A. Cash Flows from Operating Activities		
Excess of Income over Expenditure	20,901,898	20,194,109
Add: Amount considered as non-cash items:		
Prior year adjustment with Surplus Fund	27,611	856,825
Loan Loss Provision (LLP)	6,240,586	12,821,640
Loss on Assets	73,348	1,510
Depreciation for the year	1,761,680	1,596,077
Sub-total of non -Cash Items	**29,005,123**	**35,470,161**
Loan Disbursement to Members	(11,016,692)	(57,165,307)
Increase/(Decrease) in Current assets	1,793,080	770,545
Increase/(Decrease) in current liabilities	(3,711,436)	10,476,591
Net cash used in operating activities	**16,070,075**	**(10,448,010)**
B. Cash Flows from Investing Activities:		
Acquisition of property, plant and equipment	(2,644,915)	(4,231,665)
Work in Progress	(2,423,210)	
Investment	(16,684,901)	21,112,492
Net cash used in Investing activities:	**(21,753,026)**	**16,880,827**
C. Cash Flows from Financing Activities:		
Loan received	18,885,995	(31,403,260)
Member Savings	38,169,321	71,270,486
Member Welfare Fund	4,637,586	9,271,999
Others Loan	(27,305,832)	(240,694)
Net Cash used in financing activities	**34,387,070**	**48,898,531**
D. Net increase/decrease (A+B+C)	**28,704,118**	**55,331,348**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year	106,009,553	50,678,205
Cash and Bank balance at the end of the year	**134,713,671**	**106,009,553**

Chief Accountant **Executive Director** **Chairman**

10

Ahsan Manzur & Co. Chartered Accountants